PDBF

# পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর

## এগিয়ে চলার এক যুগ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন

পিডিবিএফ

# *Best Wishes for*
# *Palli Daridro Bimochon Foundation*

# পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউণ্ডেশন
# এর
# ‘‘এগিয়ে চলার এক যুগ’’

PDBF
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
বাড়ী-৫, এভিনিউ-৩, রূপনগর বা/এ, মিরপুর-২
ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
www.pdbf-bd.org

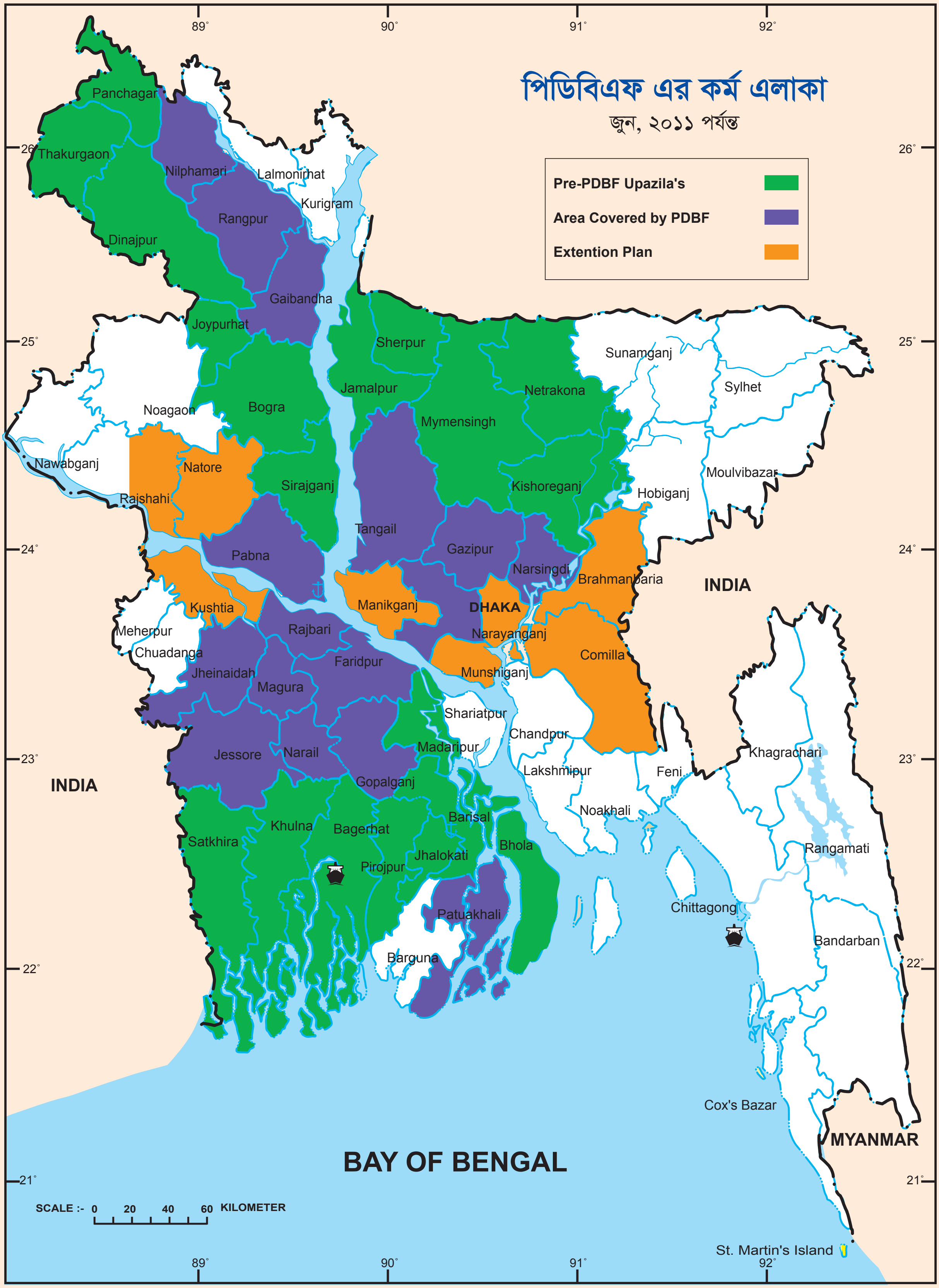
পিডিবিএফ এর কর্ম এলাকা
জুন, ২০১১ পর্যন্ত
Pre-PDBF Upazila's
Area Covered by PDBF
Extention Plan
89˚
90˚
91˚
92˚
26˚
25˚
24˚
23˚
22˚
21˚
Panchagar
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Rangpur
Dinajpur
Gaibandha
Joypurhat
Sherpur
Sunamganj
Sylhet
Jamalpur
Netrakona
Noagaon
Bogra
Mymensingh
Nawabganj
Natore
Moulvibazar
Sirajganj
Kishoreganj
Hobiganj
Rajshahi
Tangail
Gazipur
Pabna
Narsingdi
Brahmanbaria
INDIA
Manikganj
DHAKA
Kushtia
Meherpur
Rajbari
Narayanganj
Chuadanga
Faridpur
Comilla
Munshiganj
Jheinaidah
Magura
Shariatpur
Chandpur
Madaripur
Jessore
Narail
Khagrachari
Lakshmipur
Feni
INDIA
Gopalganj
Noakhali
Barisal
Khulna
Bagerhat
Satkhira
Bhola
Rangamati
Jhalokati
Pirojpur
Patuakhali
Chittagong
Bandarban
Barguna
Cox's Bazar
MYANMAR
BAY OF BENGAL
SCALE :- 0 20 40 60 KILOMETER
St. Martin's Island

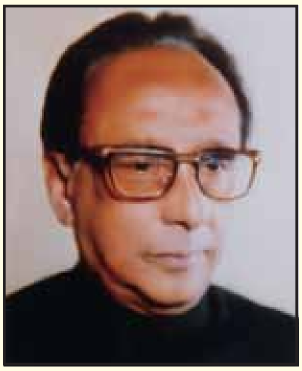

بسم الله الرحمن الرحيم

**রাষ্ট্রপতি**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৫ আষাঢ় ১৪১৮
০৯ জুলাই ২০১১

# বাণী

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর যুগপূর্তি উপলক্ষে ‘এগিয়ে চলার এক যুগ’ শিরোনামে অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি পিডিবিএফ এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৯ সালে মহান জাতীয় সংসদে আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। আমি জানতে পেরেছি এক যুগ ধরে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধন এবং নারী-পুরুষের সমতা বিধানে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন সরকারের কর্ম-পরিকল্পনার একটি অগ্রাধিকার খাত। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন শুরু থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্যোগের প্রতি সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা এবং সমর্থন থাকবে বলে আমি আশা করি। বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন সারা দেশে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নমূলক সার্বিক কার্যক্রমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ আষাঢ় ১৪১৮
০৯ জুলাই ২০১১

# বাণী

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) 'এগিয়ে চলার এক যুগ' শীর্ষক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। পিডিবিএফ এর এক যুগপূর্তি উপলক্ষে আমি এ প্রতিষ্ঠানের সকল গ্রাহক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আমরা ১৯৯৯ সালে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গঠন করি। ৯ জুলাই ২০০০ থেকে এ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু হয়।

আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতামুক্ত শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

এজন্য দেশের প্রতিটি গ্রামে 'একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি' পুনরায় চালু করেছি। বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে জামানত ছাড়া ঋণ দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। দরিদ্র কর্মহীন মানুষের জন্য কর্মসৃজন প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩১.৫ শতাংশ হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন দারিদ্র্য হ্রাসে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ অবদান রাখবে, এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

আমি পিডিবিএফ এর এক যুগপূর্তি উপলক্ষে গৃহীত অনুষ্ঠামালার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

**মন্ত্রী**
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

# বাণী

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদে ২৩ নং আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর  ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার ইতোমধ্যেই যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক মুক্তি। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ১৯৯৯ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে গত একযুগে  উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বর্তমান সরকার  জাতির পিতার এ-স্বপ্ন পূরণের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আমাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আত্মনিবেদিত ভাবে কাজ করছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের সাফল্য নিঃসন্দেহে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে একই ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করবে। আমি পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের “এগিয়ে চলার একযুগ” অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি)

আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী, এমপি
সভাপতি
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, মাননীয় সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

# বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়া। জাতির পিতার সে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ১৯৯৯ সাল থেকে নিরলসভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম "এগিয়ে চলার এক যুগ" শীর্ষক অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আরো আনন্দিত যে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বকালীন সময়ে পিডিবিএফ এর শুভ যাত্রা হয়েছিল।

সরকার পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অবহেলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক অবদান রাখছে। আর্থিকভাবে স্ব-নির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া সময় সম্পদ, মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের মাধ্যমে পিডিবিএফ কাজ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করি ফাউন্ডেশনের এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন বর্তমানে দেশের ৩৪টি জেলার ২৫৩টি উপজেলার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমি আশা করি পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। পিডিবিএফ এর কর্মকান্ড আরো দ্রুততার সাথে সম্প্রসারিত হবে এটা আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি। আমি পিডিবিএফ এর সকল সুফলভোগী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে দারিদ্র্য বিমোচনের মহান কর্মে ব্রত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ করছি।

ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র উদ্যোক্ত ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধা বঞ্চিতদেরকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের জন্য বর্তমান সময়ের দাবী সৌর শক্তি (সোলার) প্রকল্প নিয়েও পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে।

আমি পিডিবিএফ এর "এগিয়ে চলার এক যুগ" শীর্ষক অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপনে সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী, এমপি

**প্রতিমন্ত্রী**
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম "এগিয়ে চলার এক যুগ" শীর্ষক অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়া। জাতির জনকের সে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে ১৯৯৯ সালে মহান জাতীয় সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) যাত্রা শুরু করে। সে সময় থেকে এর কার্যক্রম নিরলসভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছে।

আর্থিকভাবে স্ব-নির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সরকার পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অবহেলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন বর্তমানে দেশের ৩৪টি জেলার ২৫৩টি উপজেলার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমি আশা করি পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর দরিদ্র জনগোষ্ঠির সম্পদ, সক্ষমতা ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষতার উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও দল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে এবং অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশ সাধন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধা বঞ্চিতদেরকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের জন্য বর্তমান সময়ের দাবী সৌর শক্তি (সোলার) প্রকল্প নিয়েও পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে।

আমি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিডিবিএফ এর "এগিয়ে চলার এক যুগ" শীর্ষক অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি)

**সচিব**
**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

**ড. মিহির কান্তি মজুমদার**
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


# বাণী

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর "এগিয়ে চলার এক যুগ" অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদে একটি আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা-যা আর্থিকভাবে স্ব-নির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে জন্ম লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন বর্তমানে প্রায় সাত লক্ষ (যার মধ্যে ৯৫% নারী) সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ৩৪টি জেলার ২৫৩টি উপজেলার প্রায় ২৪০০ জন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পিডিবিএফ এর কাঙ্খিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার পাশাপাশি তাঁদের যোগ্যতা, সক্ষমতা ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সামাজিক কার্যক্রম সুসংহত করার নিমিত্তে সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশ ও দল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত পিডিবিএফ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ৪,২৩৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছে। যার ৯৮ ভাগ ঋণ আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থ-বছরে প্রায় ৭.০৫ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ৪৬০ কোটি ক্ষুদ্র ঋণ এবং ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশ সাধন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য প্রায় ১৪০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এছাড়া দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধা বঞ্চিতদেরকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের জন্য বর্তমান সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সৌরশক্তি সম্প্রসারণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ইতোমধ্যে ৮,৫০০ ইউনিট সোলার হোম সিস্টেম চালু করেছে।

সামাজিক ও নৈতিক মুল্যবোধের ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষ অনেক সম্পদশালী। আজন্ম সংগ্রামী এসব দরিদ্র মানুষের আত্মশক্তি জাগ্রত করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পুঁজির ব্যবস্থা করলে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এ কাজটি আরো ভালোভাবে করবে আশা করি। আমি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিডিবিএফ এর ''এগিয়ে চলার এক যুগ'' অনুষ্ঠানমালার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

**ড. মিহির কান্তি মজুমদার**

PDBF

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন

# বাণী

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর "এগিয়ে চলার এক যুগ" অনুষ্ঠানমালা উদযাপন উপলক্ষে সর্ব প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যাঁর হাতে গড়া এই ফাউন্ডেশন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়গণকে। আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মাননীয় সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং চেয়ারপার্সন পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স যার সুযোগ্য নির্দেশনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে পিডিবিএফ এর বর্তমান অগ্রযাত্রা বেগবান হয়েছে।

আজকের এই আনন্দঘন শুভদিনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে আমাদের সাথে জড়িত সকল প্রাক্তন ও বর্তমান সুফলভোগী, কানাডিয়ান সিডা, সম্মানিত বোর্ড সদস্য, সকল প্রাক্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পিডিবিএফ এর মাঠ পর্যায়ের প্রাণপ্রিয় সকল সহকর্মী ভাই-বোনদের, যারা পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুফলভোগীদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সহায়তা দেয়ার জন্য দিন-রাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এছাড়া সুফলভোগী এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরণের ঋণ সুবিধা প্রদান সহ অন্যান্য কারিগরি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও কাজ করে যাচ্ছেন। ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ে কর্মী বান্ধব পরিবেশ থাকায় কর্মীরা ফাউন্ডেশনকে নিজেদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করে আত্ম নিবেদিত হয়ে কাজ করছেন। কর্মকর্তা কর্মচারীদের কঠোর পরিশ্রম, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে পিডিবিএফ এর এই সাফল্যের ধারা নিশ্চিত হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদে একটি আইনের মাধ্যমে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পিডিবিএফ গ্রামের দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মহান ব্রত নিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের দরিদ্র ও অসুবিধা গ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

পিডিবিএফ বর্তমানে ৩৪টি জেলার ২৫৩টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে আরো ১০০ টি উপজেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং প্রকল্প প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৪৬০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ এবং ১৪০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের ৭.০৫ লক্ষ পরিবারের ৩৫ লক্ষ সদস্য এবং উদ্যোক্তা ঋণের ১৫ হাজার পরিবারের ৭৫ হাজার সদস্য সরাসরি উপকার ভোগ করছেন। চলতি অর্থ বছরে ৫৫০ কোটি ক্ষুদ্র ঋণ এবং ২৩০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পিডিবিএফ শুরু থেকে জুন/২০১১ পর্যন্ত ৪,২৩৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আর্থিক সমর্থন যুগিয়েছে। পিডিবিএফ এর সুফলভোগীরা ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সঞ্চয় জমা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে সুফলভোগীদের জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৮৫ কোটি টাকা।

বর্তমান সরকারের "ভিশন ২০২১" অনুযায়ী ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অংশীদার হিসেবে পিডিবিএফ অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাছাড়া "সকলের জন্য বিদ্যুৎ" এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ বিগত বছর ১২টি জেলার ৫০টি উপজেলায় ৮,৫০০টি সোলার হোম সিস্টেম প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ৪২,৫০০ জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে দৈনিক গড়ে ২,০৫০ kw বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করছে।

আমি পিডিবিএফ এর "এগিয়ে চলার এক যুগ" অনুষ্ঠানমালা উদ্যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মোঃ মাহবুবুর রহমান

# চিত্রে পিডিবিএফ

## এর প্রতিষ্ঠাকাল

## পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর

# "এগিয়ে চলার এক যুগ"

জাতির জনক, স্বাধীনতার স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন দারিদ্র্য বিমোচন এবং সোনার বাংলা গড়া। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের এই মহান জাতীয় দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারই সুযোগ্য কন্যা **বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদে ২৩ নং আইনের মাধ্যমে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিগত ০৯ জুলাই, ২০০০ সালে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।** দারিদ্র্য বিমোচন সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতার বিকাশ সাধন এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা, সঞ্চয় জমাকরণের মাধ্যমে পূঁজি গঠন, সদস্যদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা এবং নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী অধিকার, সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা পিডিবিএফ -এর মূল লক্ষ্য। উল্লেখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পিডিবিএফ নিরলসভাবে কার্যকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং অভাবনীয় উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হচ্ছে।

**উদ্দেশ্য ঃ** পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং নারী পুরুষ সমতার বিকাশ সাধন করা। এই উদ্দেশ্যকে সফলতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য পিডিবিএফ নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছেঃ

- দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে সমিতি গঠন।
- সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুফলভোগীদের নেতৃত্বের বিকাশ করে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ।

**পটভূমি ঃ** পিডিবিএফ সৃষ্টির গোড়ায় ছিল আরডি-২ আরপিপি, আরডি-১২ প্রকল্প এবং পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী। ১৯৮৪ সাল থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কানাডিয়ান সিডার আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে আসছিল। সরকারী সেক্টরে এগুলিই সর্বপ্রথম বিত্তহীন কল্যাণ প্রোগ্রাম যা পরবর্তীতে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বশাসিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

**পরিচালনা পদ্ধতি ঃ** এগার সদস্যের একটি শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্নর্স দ্বারা পিডিবিএফ পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব পদাধিকার বলে বোর্ডের সভাপতি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর সহ-সভাপতি, ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সদস্য- সচিব এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের নীচে নন এমন পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পদাধিকার বলে উক্ত চারজন ছাড়াও অন্য সাতজন সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের মধ্যে থেকে চারজন সদস্য এবং প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি হিসেবে তিন জন সদস্য। বোর্ড অব গভর্নর্স- এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পিডিবিএফ পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে পিডিবিএফ-এর প্রতিটি ক্ষেত্রে Good Governance প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

**সাফল্যের এক যুগ ঃ** জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে "এগিয়ে চলার এক যুগে" পিডিবিএফ এর রয়েছে অনেক সফলতা। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দারিদ্র্য বিমোচন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে পিডিবিএফ এর কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা এসেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পিডিবিএফ বিগত বছগুলোতে উল্লেখযোগ্য

সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পিডিবিএফ এর জন্মলগ্নে ২০০০ সালে মাত্র ১৩৯টি উপজেলায় এর কার্যক্রম চালু ছিল। বর্তমানে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম ২৫৩টি উপজেলায় বিস্তৃত হয়েছে। আগামীতে আরো ১০০টি উপজেলায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার জন্য সরকারের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

পিডিবিএফ এর এগিয়ে চলার এক যুগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও সফলতার কিছু খন্ডচিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

**ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ঃ** ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর, উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এ পর্যন্ত মোট ক্রমপুঞ্জিত ৪,২৩৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছে। পিডিবিএফ বর্তমানে ৬টি প্রশাসনিক বিভাগের ৩৪টি জেলার ২৫৩টি উপজেলায় প্রায় ৭.০৫ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

*কর্মরত পিডিবিএফ এর কর্মী*

এ কার্যক্রমের ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড যেমন-গাভী পালন, মৎস চাষ, শাক-সবজি চাষ, নার্সারী, মুরগী পালন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরসহ প্রায় ৩৫ লক্ষ জনগোষ্ঠীর সরাসরি আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে- যা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে প্রায় ৪৬০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে (২০১১-২০১২) প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

*সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম পরিচালনা করছেন পিডিবিএফ কর্মী*

**ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম (SEL) ঃ** দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা' সংগ্রহ করতে সক্ষম হন না। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা' পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণের আওতার বাইরে চলে যায়। এ সকল উদ্যেক্তার জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণ জটিল প্রক্রিয়া বিধায় তাঁরা অনেক সময় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহী হন না।

*সবজি চাষে দারিদ্র্যতা ঘুচেছে মুর্শিদা খানমের*

পিডিবিএফ যেহেতু একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, তাই এই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের সহজ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরণের ঋণ সুবিধা প্রদান সহ অন্যান্য কারিগরী সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক আয় এবং কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ২০১০-২০১১ অর্থ-বছরে ০.১৫ লক্ষ উদ্যোক্তার মাধ্যমে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। এতে প্রায় ১ লক্ষ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে ২৩০ কোটি টাকা বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

*পিডিবিএফ এর ঋণ আক্তার বানুকে কলা চাষে সফলতা এনে দিয়েছে*

**সঞ্চয় কার্যক্রম ঃ** পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীরা ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সঞ্চয় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করা সম্ভব নয়। পিডিবিএফ-এর কর্মীগণ দল গঠনের মাধ্যমে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সমিতির সাপ্তাহিক সভায় সংগ্রহ করে সুফলভোগীগণের পুঁজি গঠনে সহায়তা করেন। সুফলভোগীগণ তাদের সঞ্চিত সঞ্চয় থেকে শারীরিক অসুস্থতা, রোগব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া ইত্যাদি কারণে যে কোন সময় সঞ্চয়ের টাকা উত্তোলন করতে পারেন। পিডিবিএফ সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয়, মেয়াদী সঞ্চয় নামে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে সুফলভোগীদের প্রায় ১৮৫কোটি টাকা সঞ্চয় জমা আছে।

**মানব সম্পদ উন্নয়ন (সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম) ঃ** পিডিবিএফ সুফলভোগীদের নেতৃত্ব বিকাশ ও

*সুফলভোগীদের কলা চাষের সাথে সাথী ফসল চাষের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন পিডিবিএফ এর প্রশিক্ষক*

সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে বর্তমান পর্যন্ত মোট ২,২২,৯০৪ জনদিবস এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ৩,৩৬,৬৪৫ জনদিবস দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ৩৫,৮৯৯ জনদিবস কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ ও পরিকল্পনা কর্মশালা, ওরিয়েন্টেশন, পর্যালোচনা সভা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

আমাদের সুফলভোগীদের প্রকৃত পক্ষেই যে সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলে। বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পিডিবিএফ-এর সদস্যদের মধ্যে ৪৭৯ জন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। তন্মধ্যে ৩৩১ জনকে ৮৪৮ জনদিবস উচ্চতর নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

*মোরগ-মুরগীকে টীকা প্রদান করছেন পিডিবিএফ প্যারা-টেকনিশিয়ান কহিনূর বেগম*

পিডিবিএফ সকল পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে আসছে।

পিডিবিএফ চলতি বছর থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সুফলভোগীদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য এবং শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

**হিসাব বিভাগ ঃ** পিডিবিএফ-এর সকল কার্যালয়ের আর্থিক লেনদেন সহ যাবতীয় হিসাব কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আইটি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জেনারেল লেজার প্যাকেজ- এর মাধ্যমে সকল ভাউচার, ক্যাশ বই, সাব লেজার, আয় বিবরণী ও স্থিতিপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রস্তুত হয়ে থাকে। এর ফলে হিসাবে নির্ভুলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে।

**অডিট ঃ** পিডিবিএফ-এর শক্তিশালী নিজস্ব আভ্যন্তরীণ

অডিট দল রয়েছে। সর্বস্তরের কাজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং সকল নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুযায়ী পিডিবিএফ সঠিক ভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা সে সকল বিষয়ে অডিট শাখা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে থাকে। এছাড়াও সরকারী ও বহিঃ সংস্থা কর্তৃক পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম অডিট হয়ে থাকে।

**আইসিটি** (ICT) **কার্যক্রম এবং ডিজিটালাইজড পিডিবিএফ ঃ** সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে এবং পিডিবিএফ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছে ঃ

পিডিবিএফ এর প্রধান কার্যলয়ের ৬৫টি কম্পিউটারকে Local Area Network (LAN) ও দ্রুত গতির Broad Band Internet এর আওতায় আনা হয়েছে। তা' ছাড়াও ১৫টি আঞ্চলিক কার্যলয়ের ৭৫ টি কম্পিউটারকে LAN ও Internet সংযোগ দেয়া হয়েছে।

**মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঃ** পিডিবিএফ-এ বর্তমানে অত্যন্ত দক্ষ ও সুশিক্ষিত কর্মী বাহিনী রয়েছে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ সকল পর্যায়ের কর্মীদের বদলী, পদোন্নতি, নিয়োগ, শৃংখলা রক্ষা এবং কর্মীদের যাবতীয় কার্যাদি অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে পিডিবিএফকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। Human Resource Information System (HRIS)- এর মাধ্যমে এইচ আর এম বিভাগ কম্পিউটারে সকল কর্মীর ছবিসহ তথ্য সন্নিবেশিত করেছে এবং তা' প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করে থাকে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ অনুসারে পিডিবিএফ-এর সদস্যদের সাংগঠনিক ও ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত সকল তথ্যদি (৭.০৫ লক্ষ সুফলভোগীর) কম্পিউটার ডাটাবেইজে সংরক্ষিত রয়েছে। পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Computerized attendance system চালু আছে।

পিডিবিএফ এ বর্তমানে ব্যবহৃত সফটওয়ারসমূহের আধুনিকায়ন ও হাইটেক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার কাজ এগিয়ে চলেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহযোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এ প্রযুক্তি সেবা প্রদানে সহযোগীতা করার পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় পিডিবিএফ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

**সৌরশক্তি প্রকল্প ঃ** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত অনগ্রসর দারিদ্র্য প্রবণ এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিগত ২০০৫-২০০৬ সালে পিডিবিএফ -এ সৌরশক্তি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রাথমিক ভাবে স্বল্প পরিসরে মাত্র ১২টি উপজেলায় কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল।

বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী "সকলের জন্য বিদ্যুৎ" এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ বিগত বছরে ১২ টি জেলার ৫০ টি উপজেলায় ৮,৫০০ টি সোলার হোম সিষ্টেম প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ৪২,৫০০ জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে দৈনিক গড়ে ২০৫০ kw বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করছে। এর ফলে বিদ্যুৎ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পিডিবিএফ এর সৌরশক্তি প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

*সৌর বিদুৎ এর আলোয় তাহমিনা বেগমের সন্তানেরা লেখাপড়া করছে*

IDCOL এর আর্থিক সহায়তায় সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে (৮%) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে মাসিক কিস্তিতে সৌর বিদ্যুতের ঋণ প্রদান করা হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে পিডিবিএফ ২০ থেকে ৮৫ ওয়াট সৌর বিদ্যুৎ সিষ্টেম সরবরাহ করে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী সারা বিশ্বে আজ প্রশংসিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশে পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীকে মডেল হিসাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। পিডিবিএফকে একটি অনন্য ব্যতিক্রম ধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে এবং সরকার ঘোষিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে- যার ফলে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সরকারের ভিশন ২০২১ এর সার্বিক বাস্তবায়নে পিডিবিএফ অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

## এক নজরে পিডিবিএফঃ শুরু থেকে জুন, ২০১১ পর্যন্ত অগ্রগতি

| ক্রঃ নং | কার্যক্রম | সংখ্যা/টাকা |
|---|---|---|
| ০১ | পিডিবিএফ-এর আওতাভূক্ত প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা | ৬টি |
| ০২ | পিডিবিএফ-এর আওতাভূক্ত প্রশাসনিক জেলার সংখ্যা | ৩৪টি |
| ০৩ | পিডিবিএফ-এর আওতাভূক্ত মোট উপজেলার সংখ্যা | ২৫৩টি |
| ০৪ | আঞ্চলিক কার্যালয়ের সংখ্যা | ১৫টি |
| ০৫ | কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা | ২,৪১৫ জন |
| ০৬ | সমিতির সংখ্যা | ১৭,৬২৯টি |
| ০৭ | সদস্য সংখ্যা | ৭.০৫ লক্ষ |
| ০৮ | সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকায়) | ১৮৫ কোটি |
| ০৯ | ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (ক্ষুদ্র ও SE Loan) | ৪,২৩৮ কোটি |
| ১০ | ঋণ আদায় হার | ৯৮% |
| ১১ | মাঠ সংগঠকওয়ারী ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়) | ৩৫ লক্ষ |
| ১২ | ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সদস্য সংখ্যা | ১৫,০০০ জন |
| ১৩ | ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) | ১৪০ কোটি |
| ১৪ | ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায় হার | ৯৯% |
| ১৫ | কর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান | ৩৫,৮৯৯ জনদিবস |
| ১৬ | সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান | ৩,৩৬,৬৪৫ জনদিবস |
| ১৭ | সুফলভোগীদের সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ প্রদান | ২,২২,৯০৪ জনদিবস |
| ১৮ | ইউপি নির্বাচনে নির্বাচিত সুফলভোগী প্রতিনিধির সংখ্যা | ৪৭৯ জন |
| ১৯ | প্রশিক্ষণ ফোরাম- প্রতি সপ্তাহে সকল সদস্যকে ১টি করে বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। | - |
| ২০ | সৌর শক্তি প্রকল্পভূক্ত জেলার সংখ্যা | ১২টি |
| ২১ | সৌর শক্তি প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সংখ্যা | ৫০টি |
| ২২ | সোলার হোম সিস্টেম প্রতিস্থাপন | ৮,৫০০টি |
| ২৩ | দৈনিক গড় বিদ্যুৎ উৎপাদন | ২,০৫০ kw |
| ২৪ | স্বয়ম্ভরতার হার | ১০০% |

# পিডিবিএফ এর সফলতার গ্রাফ চার্ট

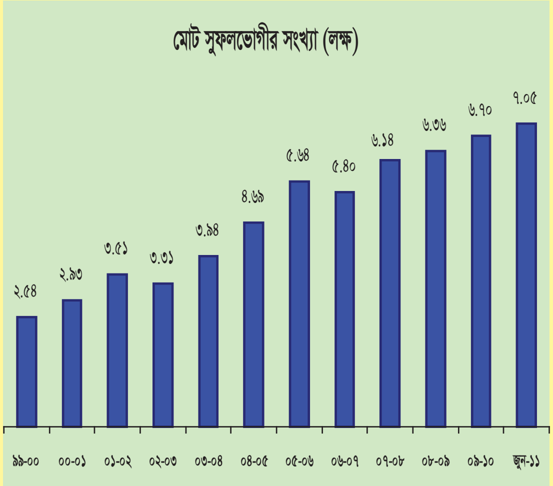


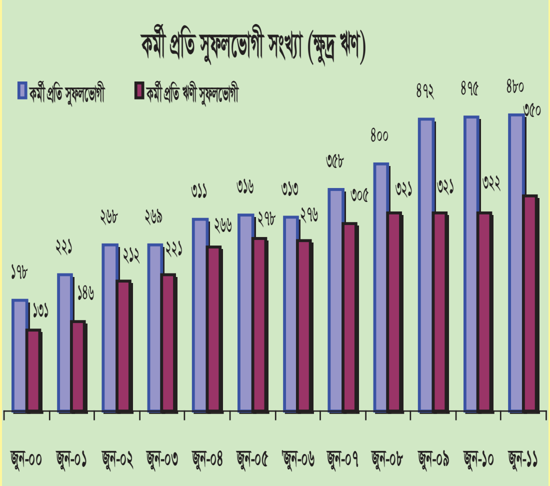


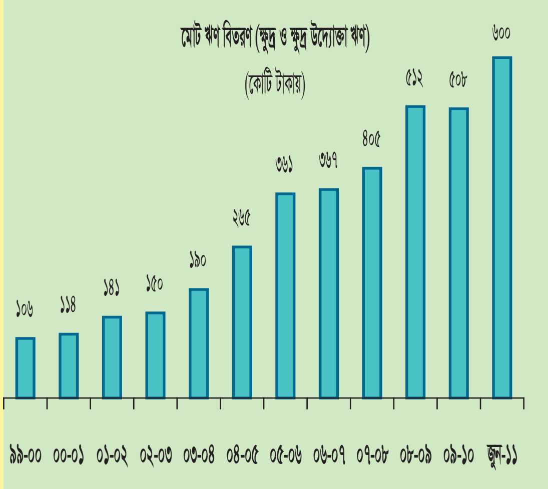


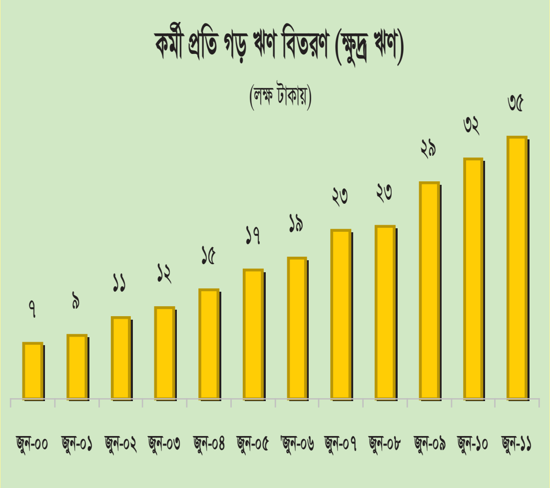


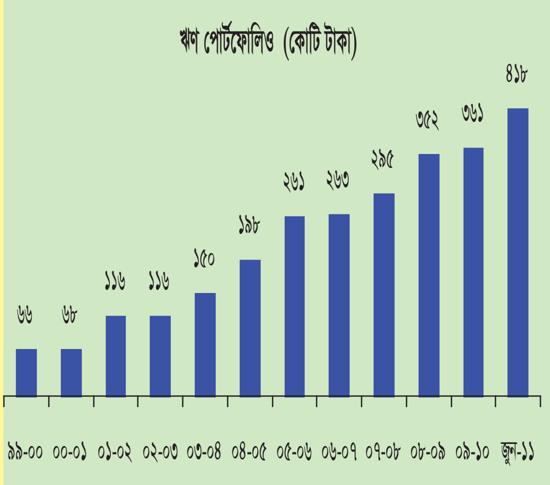


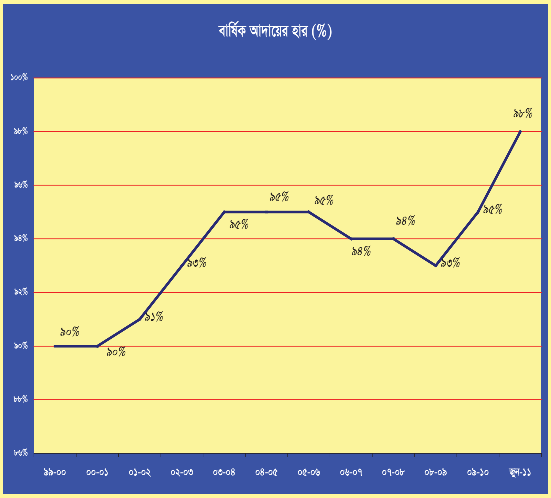

# পিডিবিএফ এর সফলতার গ্রাফ চার্ট

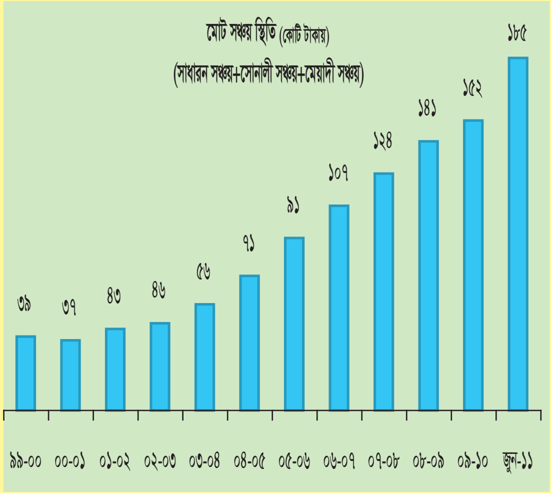


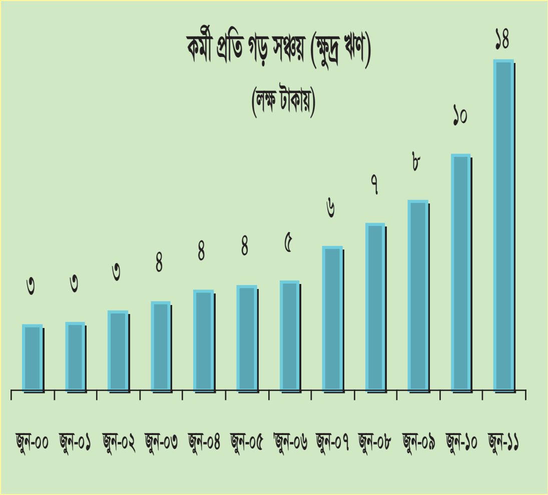


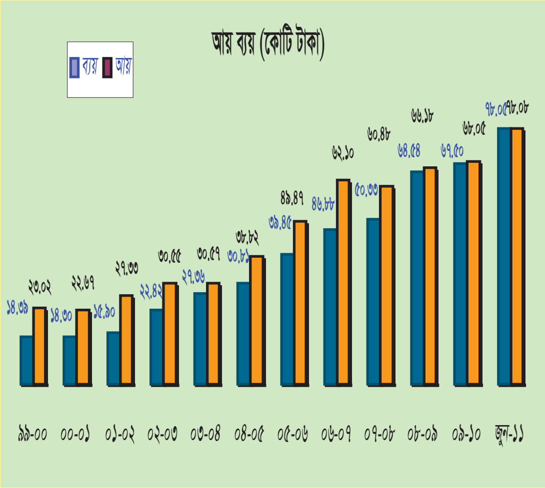


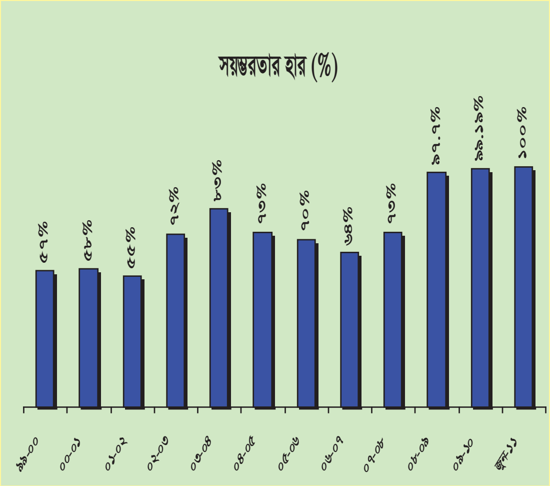


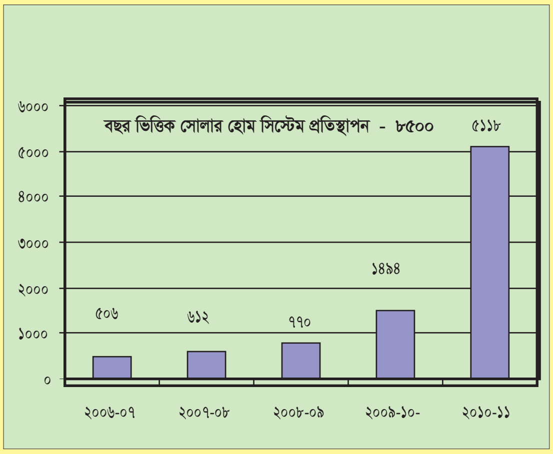


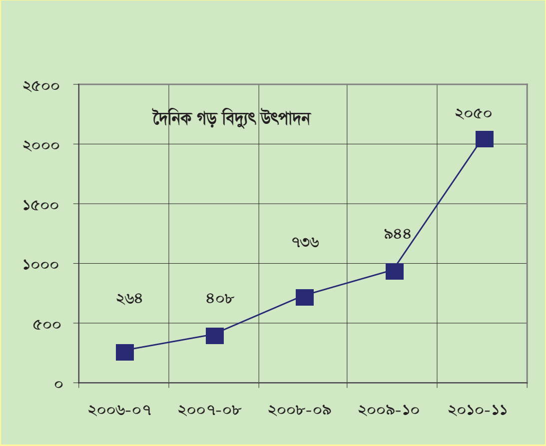

# পিডিবিএফ এর এ্যালবাম থেকে

# পিডিবিএফ এর এ্যালবাম থেকে

# পিডিবিএফ এর এ্যালবাম থেকে

# পিডিবিএফ এর এ্যালবাম থেকে

## ঋণ পেয়ে মোঃ আনোয়ার এখন ক্ষুদ্র থেকে বড় ব্যবসায়ী

নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার চৌঘরিয়া গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মোঃ আনোয়ার-এর সিলভার পট্টিতে ক্রোকারিজ ব্যবসা পুঁজির অভাবে যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, সামান্য পুঁজির জন্য যখন তিনি আত্মীয়-স্বজন এমন কি সুদখোর মহাজনদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে কোন কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না-ঠিক সে সময় পিডিবিএফ শিবপুর উপজেলার সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তখন তিনি জানতে পারেন পিডিবিএফ ব্যবসায়ীদেরকে সহজ শর্তে স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ দেয়। প্রথম বার ৪০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করা শুরু করেন। তিনি প্রথম ঋণ পরিশোধ করে ২য় বার ৬০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা আরও বড় করেন। স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ নিয়ে ব্যবসা নতুন করে শুরু করায় তাঁর সংসারে স্বচ্ছলতা আসতে থাকে। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। আনোয়ার ব্যবসা থেকে আয় করে একটি ঘর নির্মাণ করেছেন। সংসারে স্বচ্ছলতা আসায় তিনি ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর বাড়িতে বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা রয়েছে। সর্বশেষ ৯০ হাজার টাকা স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে শিবপুর বাজারে সিলভার পট্টিতে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

আনোয়ার জানালেন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ গ্রহণ করে তিনি ভাগ্যের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন, সমাজে তার মর্যাদা বেড়েছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বচ্ছল ভাবে তিনি এখন জীবন যাপন করতে পারছেন। তিনি জানান তাঁর এ উন্নতির জন্য তিনি পিডিবিএফ- এর কাছে কৃতজ্ঞ।

# হুসেন সোরওয়ার্দীর সফলতা

জীবন যুদ্ধে জয়ী দিনাজপুরের হুসেন সোরওয়ার্দী ডাব্লু। আত্মপ্রত্যয়ী এক যুবক। মৎস্য চাষের মাধ্যমে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন, এলাকার অন্যদের মধ্যে জাগিয়েছেন অনুপ্রেরণা। বোচাগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রাম ছাতইলের দরিদ্র্য হাফিজ উদ্দিনের পুত্র ডাব্লু চেষ্টা এবং আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে আজ সফল হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় ৬০ হাজার টাকা। শুধু মাছ চাষের প্রকল্পই নয়, গরু মোটাতাজাকরণ, শাক-সবজি চাষ ও ভুট্টা উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। কৃষকের ছেলে ডাব্লু অর্থাভাবে এইচএসসি পাশের পর আর লেখাপড়া চালাতে পারেননি। দরিদ্র্য পিতা ভিটেমাটি বন্ধক রেখে তাকে বিদেশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু দেশে থেকেই সংসারের উন্নতি করার কথা ভাবতে থাকেন ডাব্লু। এমন সময় পার্শ্ববর্তী এলাকার এক ব্যক্তির মাছের খামার দেখে আগ্রহ জাগে মাছের খামার করার। খামারের মালিকের সঙ্গে কথা বলে ১৯৯৭ সালে মৎস চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ডাব্লু। অর্থাভাবে প্রকল্প শুরুর প্রথম দিকে তেমন আয় করতে পারেননি। তবে তাতে মনোবল হারাননি তিনি। পিডিবিএফ বোচাগঞ্জ উপজেলা কার্যালয় হতে তিনি এক লক্ষ টাকা স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ গ্রহণ করে তাঁর ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটান এবং প্রচুর লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ২০০৪ সালে বোচাগঞ্জ উপজেলা জাতীয় মৎস পক্ষে সফল মৎস চাষী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি বর্তমানে ৯টি পুকুর নিয়ে মৎস খামার পরিচালনা করছেন। খামারটি এলাকায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর পরামর্শ ও সাফল্যের কাহিনী শোনার জন্য এলাকার বেকার যুবকগণ প্রতিনিয়ত তার বাসায় ও প্রকল্প এলাকায় ভীড় জমান। হুসেন সোরওয়ার্দী ডাব্লু বেকার যুবকদের বিভিন্ন ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছেন। তার এই উদ্যোগ এলাকার বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

তিনি বলেন, আমার দুঃসময়ে পিডিবিএফ আমার পাশে না দাঁড়ালে হয়তো আমি আজকের অবস্থায় আসতে পারতাম না। তার এ উন্নতির জন্য তিনি পিডিবিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

# মুরগী পালন করে ইব্রাহিম এখন স্বচ্ছল

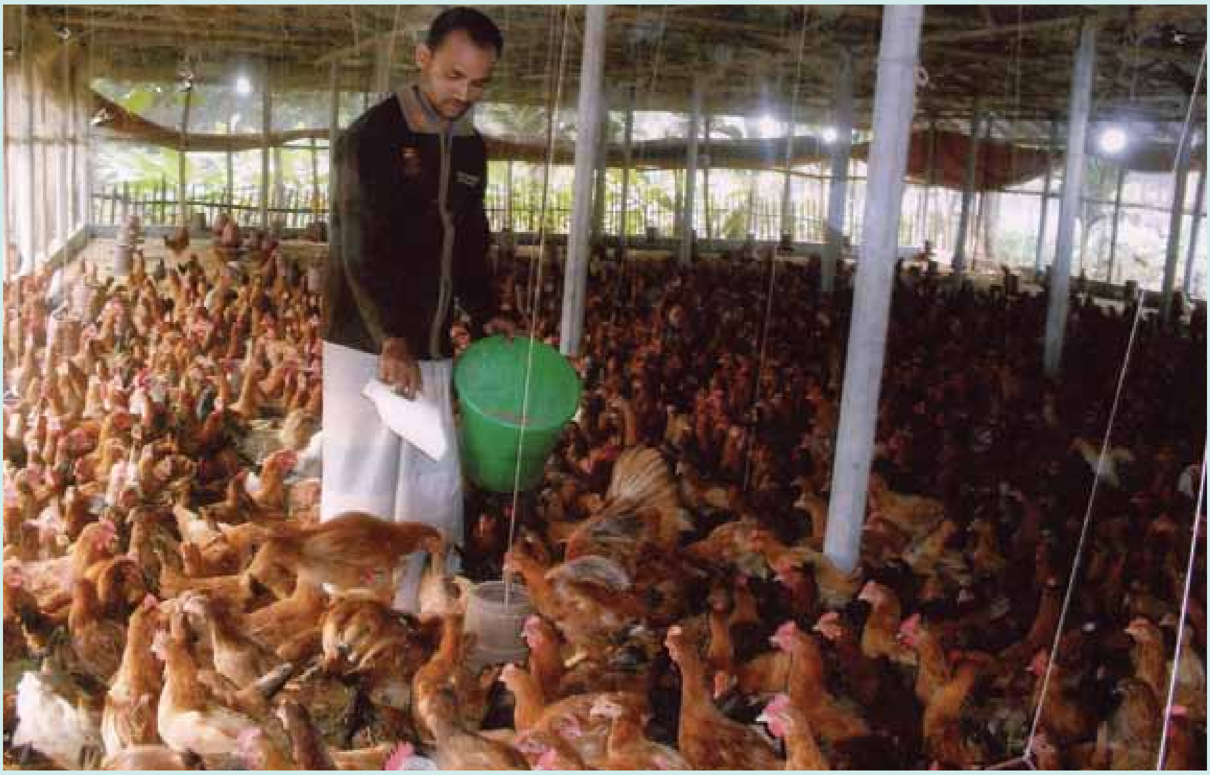

বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার পূর্ব পাড়ার মোঃ ইব্রাহিম আলী প্রায় চার বছর ধরে মুরগী পালন করে আসছেন। শুরুতে তিনি একটি সেড দিয়ে মুরগী পালন শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর খামারে তিনটি সেড চালু আছে আর একটি সেড নির্মাণাধীন রয়েছে। ১ম সেডটি নির্মাণ করতে তার খরচ হয় প্রায় ২ লক্ষ টাকা এবং ২য় সেডটি নির্মাণ করতে খরচ হয় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

২০১০ সালের কথা, তখন তিনি ছিলেন বেকার। সংসার চালানো তার জন্য দায় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার মনে ছিল অদম্য সাহস এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা। তিনি মনে মনে আয়ের উপায় খুঁজছিলেন। এমন সময় প্রতিবেশীর নিকট থেকে পিডিবিএফ এর কথা শুনে শিবগঞ্জ উপজেলায় পিডিবিএফ অফিসে যান। উপজেলা অফিসের উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার সাথে পিডিবিএফ এর ঋণ কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি আশার আলো দেখতে পান। পরবর্তীতে পিডিবিএফ থেকে ১ লক্ষ টাকা স্মল এন্টারপ্রাইজ লোন গ্রহণ করে তিনি ৪ হাজার মুরগীর বাচ্চা পালন শুরু করেন। প্রথমবার মুরগীর বাচ্চা লালন-পালনে তার সর্বমোট ব্যয় হয় প্রায় ৪ লক্ষ টাকা এবং মোট আয় হয় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা । এতে তার নীট লাভ হয় ২ লক্ষ টাকা। বর্তমানে তার ৩ হাজার মুরগী বিক্রির জন্য উপযুক্ত হয়েছে এবং ৪ হাজার মুরগীর বাচ্চা রয়েছে। বর্তমানে তিনি একজন সফল খামারী।

তিনি পিডিবিএফ-এর নিকট কৃতজ্ঞ। ইব্রাহিম জানান পিডিবিএফ থেকে ঋণ নিয়ে তিনি অনেক উন্নতি করেছেন। পিডিবিএফ এর সহযোগিতায় তিনি আরও একটি দ্বিতল মুরগীর খামার করতে চান এবং গাভী পালনের সেড তৈরী করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। দু'জনই ভালভাবে লেখাপড়া করছে। তাঁর ইচ্ছা ছেলেটিকে ভেটেরিনারি ডাক্তারি পড়াবেন যাতে করে ঘরেই চিকিৎসক পাওয়া যায় এবং মেয়েটিকে ডাক্তারী পড়াবেন।

# দরিদ্র থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার কাহিনী

নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলা থেকে ৩ কিঃ মিঃ উত্তরে অবস্থিত সবুজপাড়া গ্রাম। এই গ্রামের এক দারিদ্র্য পরিবারের স্ত্রী ছিলেন ছামিনা বেগম। অভাব অনটন আর দুঃখ কষ্ট ছিল তার নিত্য সঙ্গী। এক সময়ে বসত বাড়ীটুকুও তার ছিল না। উপরন্তু স্বামী ছিলেন বেকার। সময় সময় দিন মজুরের কাজ করতেন তিনি। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যদিয়ে তাদের দিন কাটছিলো। দারিদ্র্যের কষাঘাতে যখন তারা হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন সামান্য কিছু ঋণের টাকার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। কিন্তু তার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কোন প্রতিষ্ঠান তাকে ঋণ প্রদানে আগ্রহ দেখায়নি। এই সময় তিনি জানতে পারলেন "পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন" আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য মহিলাদের ঋণ দিয়ে থাকে। সমাজে অবহেলিত ছামিনা বেগম বাঁচার তাগিদে কূল কিনারা না পেয়ে পিডিবিএফ - এর মাঠ কর্মীর পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামের আরও কিছু অবহেলিত মহিলাদের নিয়ে "সবুজ পাড়া মহিলা সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ছামিনা বেগম ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-পড়া করলেও তার বুদ্ধিমত্তা ছিলো প্রখর। তাই সমিতির সবাই তাকে সভানেত্রীর দায়িত্ব প্রদান করেন। এরপর থেকে কষ্টার্জিত টাকা থেকে তিনি কিছু কিছু সঞ্চয় করা শুরু করেন এবং প্রথম পর্যায়ে তিনি মাত্র ৩ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণের ১ হাজার টাকা তাঁর স্বামীকে দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেন। ১ হাজার টাকা দিয়ে ৩টি ছোট ছাগল কিনে ওগুলো তিনি লালন পালন শুরু করেন। অবশিষ্ট ১ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করেন হস্ত শিল্পের কাজ। স্বামীর ব্যবসার লাভের এবং নিজের কাজের টাকা থেকে ঋণের টাকা নিয়মিত পরিশোধ করেন।

ছামিনা বেগম বেত, বাঁশ, কাঠ দিয়ে বিভিন্ন ধরণের সৌখিন জিনিসপত্র তৈরী করে বাজারে বিক্রি করেন। এক বছর পর ব্যবসার লাভের টাকা ও পরবর্তীতে পিডিবিএফ থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে স্বামীর ব্যবসায় প্রসার ঘটাতে সহায়তা করেন।

ছামিনা বেগম সর্বশেষ সমিতি থেকে ১৩ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। বর্তমানে সমিতিতে তার সঞ্চয় জমা প্রায় ১০ হাজার টাকা এবং গত ৫ বছর যাবত ১০০ টাকা করে সোনালী সঞ্চয় জমা করে আসছেন।

দুঃখকে জয় করে এখন ছামিনা বেগম দিন দিন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, যা দেখে এলাকার লোকজন মুগ্ধ এবং অনুপ্রাণিত। সমিতিতে ভর্তি হওয়ার পর হতে ব্যবসায় উন্নতির সাথে সাথে নিজের বসত বাড়ীর জন্য ১৪ কাঠা জমি ক্রয় করে সেখানে টিনের ঘর তৈরি করেছেন। এছাড়া তিনি এক বিঘা ধানী জমি কিনেছেন। পাশাপাশি এক বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে বর্তমানে ইরি ধানের চাষ করছেন। তার বর্তমান পুঁজি এক লক্ষ টাকার অধিক। তার একটি মাত্র ছেলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে লেখাপড়া করছে। ছামিনার এ উন্নতির জন্য পিডিবিএফ-এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি জানালেন, "আমি যতদিন বেঁচে থাকব পিডিবিএফ-এর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে যাব।" ছামিনার প্রত্যাশা তার হাতে তৈরি হস্তশিল্প একদিন বড় বড় শহরে বিক্রি হবে।

# হাসিনা বেগমের এখন সুদিন

গল্প বা কাহিনী থেকে জীবন সৃষ্টি হয় না বরং কর্মই নতুন নতুন গল্প ও কাহিনী সৃষ্টি করে। পিডিবিএফ নেত্রকোনা সদর কার্যালয়ের মোক্তারপাড়া নদীর পাড় মহিলা সমিতির সদস্য হাসিনা বেগম সৃষ্টি করেছে এমনই এক কর্মময় জীবনের ইতিহাস। হাসিনা বেগম ছিলেন নিতান্তই দরিদ্র অসহায়-সম্বলহীন একজন গৃহিনী। তার ১টি টিনের ছাপড়া ঘর ছাড়া সম্পদ বলতে কিছুই ছিলনা। সংসারের অভাব অনটনের জন্য তাঁর ২ মেয়ে ও ২ ছেলের স্কুলে পড়ার খরচ তিনি বহন করতে পারতেন না। স্বামী ছিলেন একজন

সাধারণ রিক্সা মেকানিক। দিন শুরু হলে আর যেন তা' শেষ হতে চায় না, কষ্টের দিনতো এমনই হয়।

এমনই এক সময় ১৯৯৭ সালে তৎকালীন আরডি-১২ প্রকল্পে বর্তমান পিডিবিএফ, নেত্রকোনা সদর কার্যালয়ের আওতায় মোক্তারপাড়া নদীর পাড় মহিলা সমিতিতে সদস্যভূক্ত হয়ে প্রথম দফায় ২ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে তাঁর স্বামীকে দিয়ে সাইকেল রিক্সা পার্টসের দোকান শুরু করেন। পরবর্তীতে ২য় দফায় ৪ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে ৩ হাজার টাকা দিয়ে একটি বকনা বাছুর ক্রয় করেন। এরপর পিডিবিএফ থেকে গাভী পালনের উপর দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গাভী পালনে উৎসাহিত হন। সেই বকনা বাছুর বড় হয় এবং দুধ বিক্রি করে ২য় দফা ঋণের কিস্তি পরিশোধের পর পুনরায় নতুন ঋণ গ্রহণ করে আরও একটি গাভী ক্রয় করেন। পর্যায়ক্রমে গাভীর দুধ ও বাছুর বিক্রি করে বর্তমানে ৩টি উন্নত জাতের গাভী ও ৩টি বাছুরসহ একটি খামারের মালিক হয়েছেন। এই খামার থেকে বর্তমানে দৈনিক গড়ে ২০ লিটার দুধ উৎপাদিত হয়,যার বাজার মূল্য ৮০০ টাকা। তিনি এখন ৩টি টিনশেড থাকার ঘর ও ১টি শেড গোয়াল ঘর তৈরী করেছেন। তাঁর পরিবারের সকলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করছেন। তিনি বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন এবং ছোট মেয়েকে নেত্রকোনা সরকারী মহিলা কলেজে এইচএসসি পড়াচ্ছেন। তাঁর ছোট ছেলে অনার্স পড়ছে আর বড় ছেলে পিতার সাথে সাইকেল - রিক্সার পার্টসের ব্যবসা করছে। বর্তমানে তিনি সর্বশেষ দফায় ৭০,০০০ টাকা এসই ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং তার সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৩২,৪০০ টাকা।

তিনি তাঁর নৈতিক ও মানসিক শক্তি, জ্ঞান ও দক্ষতার সাথে অর্থনৈতিক পুঁজির মিলন ঘটিয়ে সৃষ্টি করেছেন উন্নয়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তার অধ্যবসায়, পরিশ্রম, দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তীতা তাঁকে সমাজের একজন সম্মানী ও আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

হাসিনা বেগম বলেন, পিডিবিএফ এর সাহায্যতায় আমার পরিবারের সকলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে।

# শেফালী বেগমের সুখের দিন

লটকন ফলও কম মিষ্টি নয়। লটকনের চাষ করে আয় করা সম্ভব। নরসিংদী জেলার শিবপুরে গেলে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতে লটকন গাছ। এরই পাশাপাশি রয়েছে কাঁঠাল গাছ। শিবপুর উপজেলার মুরগীবেড় গ্রামেই শেফালী ও ওমর আলী পরিবারের ঘর। একটা সময় গেছে যখন তাদেরকে বড়ই কষ্টে দিন যাপন করতে হতো। সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। ২০০2 সালে শেফালী তার প্রতিবেশীদের পরামর্শে মুরগীবেড় মধ্য মহিলা সমিতিতে ভর্তি হয়ে পিডিবিএফ -এর শিবপুর কার্যালয় থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে ২০০2 সালে প্রথম ঋণ নেয়া শুরু করেন তিনি। ঋণের টাকা দিয়ে প্রথমে তিনি সব্জি চাষ শুরু করেন। ২০০2 সাল হতে এ পর্যন্ত তিনি ও তার স্বামী মিলে সবজি, কাঁঠাল, লটকন বিক্রি করে যে টাকা পেতে থাকেন তা' দিয়ে সংসারের খরচ তো মিটিয়েছেনই পাশাপাশি সঞ্চয়ও করতে পেরেছেন কিছু টাকা। আর এ ভাবেই ধীরে ধীরে তাদের সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসতে থাকে। এ নিয়ে শেফালী বেগমের সংগে কথা হলে তিনি বলেন, "পিডিবিএফ এর ঋণ না পেলে হয়তো প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হতো না। প্রতি বছরই তাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তা' সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছি বলেই জীবন যুদ্ধে পরাজিত হইনি। লাভের টাকা দিয়ে মুদির দোকান দিয়েছি, নতুন ভাবে ঘরও তুলেছি।" তাদের বাড়ির চারদিকে লটকন ও কাঁঠাল গাছ রয়েছে। এগুলো দেখিয়ে শেফালী বেগম জানালেন, ১৫টি লটকন আর ১৫টি কাঁঠাল গাছ আছে। লটকন গাছে যে ফল ধরেছে তা' বিক্রি করে এবার ৪০ হাজার টাকা আয় হবে। আর ১৫টি কাঁঠাল গাছে যে ফল ধরেছে তা' থেকে কম করে হলেও ৩০ হাজার টাকা আসবে। এখানকার লটকন মিষ্টি বলে বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা। তাই বাড়ির আশে পাশে আরও লটকন গাছ লাগানোর কথা ভাবছেন শেফালী।

শেফালী বেগমের স্বামী ওমর আলী জানালেন, "পিডিবিএফ এর ঋণ পাওয়ার কারণে এবং এই ঋণ ব্যবহার করতে পেরে আমার জীবনে দিন বদল হতে শুরু করে। পিডিবিএফ এর ঋণ ও সহযোগিতা পেয়ে উৎসাহিত হয়েছিলাম বলেই ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখাতে পেরেছি। যে জন্য ওরা সবাই এখন প্রতিষ্ঠিত।"

পিডিবিএফ কে বৃহত্তর ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকৃতি সনদ

MICROCREDIT SUMMIT CAMPAIGN

A Project of RESULTS Educational Fund

*Working to ensure that 175 million of the world's poorest families, especially the women of those families, are receiving credit for self-employment and other financial and business services by the year 2015 and to ensure that 100 million of the world's poorest families move above the US$1.25 per day threshold.*

**2010 Certificate of Appreciation**

*This is to certify that*

**Palli Daridro Bimochon Foundation**

*has submitted their 2010 Institutional Action Plan and is an active member of the Microcredit Summit Campaign. This certificate is presented in appreciation of your commitment to the Summit's goals.*

Sam Daley-Harris

*Sam Daley-Harris, Campaign Director*
***Microcredit Summit Campaign***

*December 31, 2010*
***Date***

Lisa Laegreid

*Lisa Laegreid, Deputy Director*
***Microcredit Summit Campaign***

# জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত পিডিবিএফ -এর সফলতার কাহিনী

যুগান্তর

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR

ঢাকা সোমবার ৯ মে ২০১১ | ২৬ বৈশাখ ১৪১৮ | ৪ জমাদিউস সানি ১৪৩২ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ১২ সংখ্যা ১৫ | ২০ পৃষ্ঠা | ৮ টাকা | www.

সোমবার ৯ মে ২০১১

আলোর ইশারা

ই-মেইল: alorishara.jugantor@gmail.com

## শিমুলতলার দারিদ্র্যজয়ী নারীরা

**লিয়াকত হোসেন খোকন**

গাঁয়ের নাম শিমুলতলা। শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী থেকে এক মাইল উত্তরে অবস্থিত এই গাঁকে বলা হয় পোল্ট্রি গ্রাম। নেকুপ' পরিবারের সবাই পোল্ট্রি খামার গড়ে তুলেছেন। প্রতিটি বাড়িতে একটি কি দুটি করে পোল্ট্রির শেড রয়েছে। গ্রামে ঢুকলেই মুরগির ডাক শোনা যায়। শিমুলতলা গ্রামের মমতাজ বেগমের বাড়ি থেকেই শুরু করা যাক। মমতাজের বাড়িতে কি না আছে— পোল্ট্রি শেডে মুরগি; বাড়ির আঙিনায় শাক-সবজি; পেছনে পুকুরে রুই-কাতলা-মৃগেল মাছ; হাঁস-মুরগি আর একটু দূরেই ধানী জমি। কথা হয় মমতাজ বেগমের সঙ্গে। তিনি জানালেন, কয়েক বছর আগে থেকে মুরগি পালন শুরু আমার। ব্রয়লার পালন করেই লাভের মুখ দেখতে শুরু করি। এক মাস পালনের পর একেকটি মুরগির ওজন দেড় কেজি পর্যন্ত হয়। কখনও ৫০০, কখনও বা এক হাজার ব্রয়লার পালন করে ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা লাভ থাকে। বেশি ব্রয়লার পালন করলে লাভের অংকটা আরও বেড়ে যায়। ব্রয়লার ছাড়াও মাছ চাষ, শাক-সবজি থেকেও আয় হচ্ছে। বছরে সব খরচ বাদ দিয়ে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পারছি।

মমতাজ বেগম জানালেন, এক সময় খুবই কষ্টে ছিলাম। সরকারের পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের নালিতাবাড়ী শাখার মাঠকর্মীদের উৎসাহে মুরগি পালন, মাছ চাষ, শাক-সবজির আবাদ শুরু আমাদের। এজন্য তারা সহজ শর্তে ঋণও দিয়েছেন— যেজন্য দরিদ্র জীবন পাল্টে সচ্ছল হতে তেমন একটা সময় লাগেনি। আগে ছিল ছনের ঘর আর এখন করেছি টিনের ঘর। শুধু মমতাজ বেগম নন, শিমুলতলা গ্রামের প্রতিটি পরিবার হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন আর মাছ চাষ করে তাদের নিজ নিজ ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এ পরিবর্তনে নালিতাবাড়ীর পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের অবদানের কথা শিমুলতলার মহিলা সমিতি এক বাক্যে স্বীকার করেছে। সমিতির সভানেত্রী শ্যামলা বেগম জানালেন, অতীত জীবন বড়ই কষ্টে কাটত। রাতে একটু ঘুমানোর বাড়িঘরও আমাদের ছিল না। কেউ বা খোলা আকাশের নিচে গাছের তলায়ও জীবনযাপন করেছেন। নালিতাবাড়ীর পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আমাদের হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু পালন আর মাছ চাষ করার পরামর্শ দেয়া ছাড়াও ঋণ প্রদান করেছেন। ঋণ পেলাম এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী পোল্ট্রি খামার গড়ে ধীরে ধীরে দরিদ্র থেকে সচ্ছল হতে শুরু করলাম।

শ্যামলা বেগমের বাড়িতে পোল্ট্রি খামার ছাড়াও ছাগল ও মুরগি রয়েছে। কৃষি জমি তার ৩০ শতাংশ। মুরগি বিক্রির লাভের টাকা দিয়ে তিনি জমিও কিনেছেন। এমনকি ছেলেদের লেখাপড়া করিয়েছেন। হামিদা বেগম জানালেন, ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ধানী জমি কিনেছি। ধান বিক্রির টাকা দিয়ে ঋণও পরিশোধ হয়েছে। আমার ডিপিএসও আছে। পোল্ট্রি থেকেও লাভ পাচ্ছি। তার এজন্যই ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে পারছি। সব খরচ বাদ দিয়ে বছরে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা সঞ্চয় করার সুযোগ হয়েছে।

মহিলা সমিতির সদস্য মাজিদা বেগমের বাড়িতে হাঁস-মুরগি, গরু-বাছুর, ছাগল সবই রয়েছে। শিমুলতলার পুরুষরাও কিন্তু বসে নেই, তারা ধান চাষ করছেন, অন্যদিকে গৃহিণীকে পোল্ট্রি পালন, মাছ চাষ ও শাক-সবজি আবাদে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। লাভের টাকা দিয়ে পুরুষরা কেউ কেউ মুদির দোকান দিয়েছেন। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের ঋণ নিয়েই শিমুলতলার দরিদ্ররা হয়েছেন সচ্ছল। রাতারাতি এদের সচ্ছলতা দেখে পার্শ্ববর্তী গ্রামের অন্য পরিবারগুলোও শুরু করে দিয়েছে হাঁস-মুরগি লালনপালন। মমতাজ, শ্যামলা, হামিদাসহ অন্যান্য মহিলার সাফল্য দেখে বলবেন, একটু পরিশ্রম করলেই যে কেউ সাফল্যের মুখ দেখতে পারবেন। আয়-রোজগার বাড়িয়ে একভাবে সুন্দর জীবনও যে গড়ে তোলা সম্ভব।

# জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত পিডিবিএফ -এর সফলতার কাহিনী

## গাভী পালন শুরু হোক প্রতিটি বাড়িতে

সম্প্রতি জাতীয় সংসদের এক অধিবেশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আবদুল লতিফ বিশ্বাস বলেছেন, দেশে প্রতিদিন দুধের ঘাটতি দুই কোটি ৪৬ লাখ ৬৭ হাজার লিটার। তিনি আরও জানিয়েছেন, মাথাপিছু ২৫০ মিলিমিটার হিসেবে দেশে প্রতিদিন দুধের চাহিদা প্রায় তিন কোটি ৬৫ লাখ লিটার। তবে প্রতিদিন দুধ উৎপাদিত হয় এক কোটি ১৮ লাখ লিটার। এ অবস্থায় দুধের অভাব পূরণের জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলার ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে গাভী পালনের জন্য জনসাধারণকে ঋণ প্রদান করে প্রশিক্ষণ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এদিকে দেশের কয়েকটি স্থানে প্রায় অচল হয়ে পড়ে থাকা সরকারি দুগ্ধ খামারগুলোকে সচল করে তোলারও প্রয়োজন রয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে ঋণের মাধ্যমে গাভী ক্রয় করে দেয়া, প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সার্বিকভাবে খামারিকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব

...রের কর্মকর্তাকে দেয়া হলে ...বেশি উৎসাহ পাবেন। আর ...াদন বাড়ানো সম্ভব।

...লতে হয়, সম্প্রতি শেরপুর জেলার ...র বাসিন্দা সায়েদুর রহমান সোহাগের ...দুগ্ধ খামার'-এ গিয়ে দেখেছি খামারে ...১০টি বকনা ও ষাঁড় রয়েছে। ৪টি গাভী ...দৈনিক ৩৬ কেজি পর্যন্ত দুধ পান। ৪০ ...তি কেজি দুধ বিক্রি করে দৈনিক তাঁর আয় ... টাকা। এ হিসেবে মাসে দুধ বিক্রি থেকে ... হাজার টাকা। সব খরচ বাদ দিয়ে তাঁর লাভ ...৩ হাজার টাকা। প্রতি বছর কোরবানির সময় ...রে হলেও তিনি দুটি ষাঁড় ৭০ থেকে ৭৫ হাজার ...র মধ্যে বিক্রি করে থাকেন। সায়েদুর রহমান ...হাগের মা শমলা বেগম ১২ বছর আগে প্রথম পল্লী ...রিদ্র্যবিমোচন ফাউন্ডেশনের সদস্য হয়ে গাভী কেনার জন্য ঋণ নেন। এবং এই পল্লী দারিদ্র্যবিমোচন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করেন গাভী পালন। অতীতে তিনি ছেলেপুলে নিয়ে একটি ছোট ঘরে কোনোভাবে দিন যাপন করতেন। গাভী পালনের মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে এর সংখ্যা বাড়ান। আর এভাবে তিনি দরিদ্র থেকে হলেন সচ্ছল।

দেশের সর্বত্র যদি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ গাভী পালনের জন্য ঋণ ও প্রশিক্ষণ দেন তাহলে একদিকে দেশ থেকে দারিদ্র্যবিমোচন সম্ভব হবে, অন্যদিকে দুধের উৎপাদনও বাড়বে। তাহলে বিদেশি কৌটাজাত গুঁড়ো দুধের আমদানির আর প্রয়োজন পড়বে না। তবে মনে রাখতে হবে, সর্বত্র দুধের উৎপাদন বাড়লে বিক্রি অর্থাৎ বাজারজাত করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর এ জন্য সরকারের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে দুধ ক্রয়ের উদ্যোগটি নিতে হবে। প্রয়োজনে ৬৪ জেলায় একটি করে সরকারি দুগ্ধ খামার স্থাপন করে তাদের দিয়ে দুধ ক্রয়, প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে সারাদেশে মার্কেটিংয়ের উদ্যোগ নেয়া সহজ হবে। প্রয়োজনে দেশের স্বার্থে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বড় বড় নগরীতে না রেখে জেলায় জেলায় পোস্টিং দিয়ে এ কাজে লাগানো যেতে পারে। সাভার সরকারি দুগ্ধ খামারের মতো অন্যান্য সরকারি খামারগুলো দুধ কিনে তা দিয়ে ঘি, মাখন, ছানা ও পনিরসহ বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থাও নিতে পারে। এসব কাজে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দিয়ে দেশে দুধের ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের যে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ করা কোনো কঠিন ব্যাপার হবে না। এ জন্য চাই সবার আন্তরিকতা, সচেতনতা আর যথাযথ দায়িত্ববোধ। আর এভাবেই আমরা পারি খাঁটি গাভীর দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে।

**লিয়াকত হোসেন খোকন**, ঢাকা।

...ী পালন করে সচ্ছল হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ছেলে ও স্বামীকে দেখা যাচ্ছে

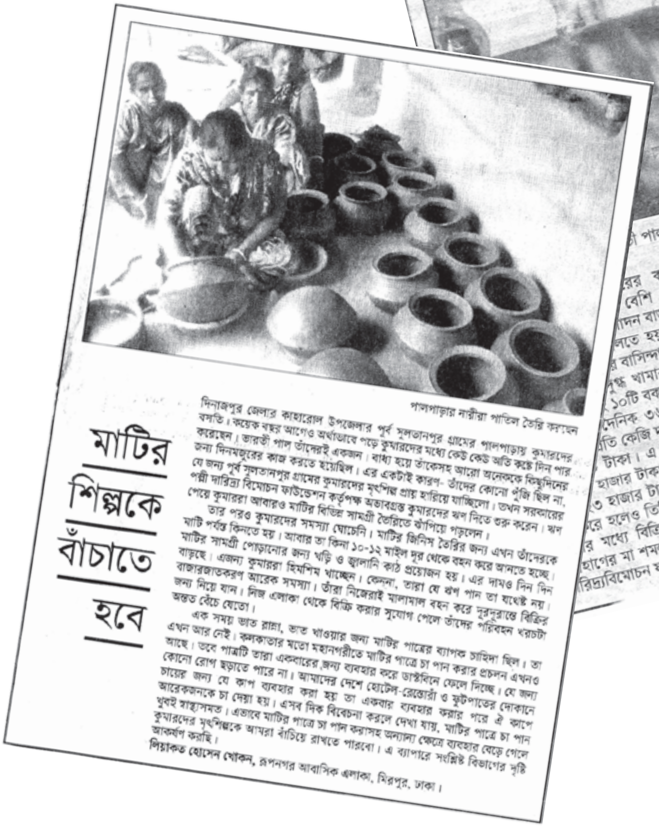

## মাটির শিল্পকে বাঁচাতে হবে

পালপাড়ার নারীরা পাতিল তৈরি করছেন

দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার পূর্ব সুলতানপুর গ্রামের পালপাড়ায় কুমারদের বসতি। কয়েক বছর আগেও অর্থাভাবে পড়ে কুমারদের মধ্যে কেউ কেউ অতি কষ্টে দিন পার করেছেন। ভারতী পাল তাঁদেরই একজন। বাধ্য হয়ে তাঁকেসহ আরো অনেককে কিছুদিনের জন্য দিনমজুরের কাজ করতে হয়েছিল। এর একটাই কারণ- তাঁদের কোনো পুঁজি ছিল না, যে জন্য পূর্ব সুলতানপুর গ্রামের কুমারদের মৃৎশিল্প প্রায় হারিয়ে যাচ্ছিলো। তখন সরকারের পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ অভাবগ্রস্ত কুমারদের ঋণ দিতে শুরু করেন। ঋণ পেয়ে কুমাররা আবারও মাটির বিভিন্ন সামগ্রী তৈরিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তার পরও কুমারদের সমস্যা ঘোচেনি। মাটির জিনিস তৈরির জন্য এখন তাঁদেরকে মাটি পর্যন্ত কিনতে হয়। আবার তা কিনা ১০-১২ মাইল দূর থেকে বহন করে আনতে হচ্ছে। মাটির সামগ্রী পোড়ানোর জন্য খড়ি ও জ্বালানি কাঠ প্রয়োজন হয়। এর দামও দিন দিন বাড়ছে। এজন্য কুমাররা হিমশিম খাচ্ছেন। কেননা, তাঁরা যে ঋণ পান তা যথেষ্ট নয়। বাজারজাতকরণ আরেক সমস্যা। তাঁরা নিজেরাই মালামাল বহন করে দূরদূরান্তে বিক্রির জন্য নিয়ে যান। নিজ এলাকা থেকে বিক্রি করার সুযোগ পেলে তাঁদের পরিবহন খরচটা অন্তত বেঁচে যেতো।

এক সময় ভাত রান্না, ভাত খাওয়ার জন্য মাটির পাত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল। তা এখন আর নেই। কলকাতার মতো মহানগরীতে মাটির পাত্রে চা পান করার প্রচলন এখনও আছে। তবে পাত্রটি তারা একবারের জন্য ব্যবহার করে ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে। যে জন্য কোনো রোগ ছড়াতে পারে না। আমাদের দেশে হোটেল-রেস্তোরাঁ ও ফুটপাতের দোকানে চায়ের জন্য যে কাপ ব্যবহার করা হয় তা একবার ব্যবহার করার পরে ঐ কাপে আরেকজনকে চা দেয়া হয়। এসব দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, মাটির পাত্রে চা পান খুবই স্বাস্থ্যসমত। এভাবে মাটির পাত্রে চা পান করাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার বেড়ে গেলে কুমারদের মৃৎশিল্পকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**লিয়াকত হোসেন খোকন**, রূপনগর আবাসিক এলাকা, মিরপুর, ঢাকা।

# সাতক্ষীরার আব্দুল আজিজ আম চাষীর মডেল

ছোট মুদি দোকান আর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেড় বিঘা জমির ফসলের আয় থেকে সাতক্ষীরার সামটা গ্রামের আব্দুল আজিজের সংসার যেন আর চলে না। গ্রামের বাজারের মুদি দোকান থেকে আর কতই বা আয় হয়। সারাদিন দোকানদারী করতে হলে মাঠে ফসল লাগানো আর হয়ে উঠে না। এদিকে সংসারের খরচ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সব মিলিয়ে আব্দুল আজিজের তখন কষ্টে দিন চলতে থাকে। এমন সময় একদিন সামটা বাজারে পিডিবিএফ শার্শা উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার সাথে তার পরিচয় হয় এবং পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন। আব্দুল আজিজ সমিতিতে সদস্য হওয়ার জন্য আগ্রহী হন। তাৎক্ষণিকভাবে আরও ১০-১২ জন দোকানদারকে ডেকে উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তারা সকলে আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে সমিতি গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ২০ জন সদস্য ৩ দিন প্রশিক্ষণ নেয়ার পর সমিতির যাত্রা শুরু হয়। আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৯ জন। বর্তমানে সমিতিতে তার ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রায় ৬ হাজার টাকা। আব্দুল আজিজ তার নিজের বা সমিতির কোন সদস্যের সমস্যা হলে পিডিবিএফ এর কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে তা' মিমাংসা করেন। সবজি চাষ, পশু পালন, মৎস্য চাষ বিষয়ে এমনকি স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যাপারেও তিনি পিডিবিএফ-এর কর্মীগণের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। সমিতির সদস্যদের উন্নতি দেখে সামটা এলাকায় সমিতির সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে ঐ এলাকায় সমিতির সংখ্যা ১২টি।

আব্দুল আজিজ ৫ হাজার টাকা ও পরে ৮ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তার মুদি দোকানে ব্যবহার করে ব্যবসাটা ভালভাবে চালু করেন। তিনি দেখলেন ছোট মুদি দোকানের আয় দিয়ে কোনভাবে দু-মুঠো ভাত খাওয়া চলবে, কিন্তু অন্য কিছু সম্ভব নয়। তাই তিনি মাঠের ছোট জমি হতে কিভাবে একটু বেশী আয় করা যায় সে ব্যাপারে ভাবতে থাকেন। এ বিষয়টি নিয়ে পিডিবিএফ এর কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করেন। তৃতীয় বারে ১২ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ঐ দেড় বিঘা জমিতে ১৮০টি আম্রপলি আমের গাছ লাগান। সাথে সাথী ফসল হিসাবে মূলার চাষও করেন। এসব করতে গিয়ে তার খরচ হলো ১০,৭০০ টাকা। মূলা বিক্রি থেকে ঐ সময় প্রায় ৮,৯০০ টাকা আয় হয়। মূলা চাষের পর বাগানে সাথী ফসল হিসাবে পটল চাষ করেন। এভাবে আম্রপলি বাগানে সাথী ফসল থেকে একদিকে যেমন মুনাফা অর্জন করতে থাকেন আম্রপলি বাগান থেকে দ্বিতীয় বছরে ২৯ হাজার টাকা, তৃতীয় বছরে ৪০ হাজার টাকা এবং চতুর্থ বছরে ৮৪ হাজার টাকার আম বিক্রি করেন। জমি চাষ, সার, কীটনাশক ঔষুধ ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ তার প্রায় অর্ধেক খরচ হয়। এ বছর তিনি প্রায় ১ লাখ টাকার আম বিক্রি করেছেন। আব্দুল আজিজ এ পর্যন্ত পিডিবিএফ শার্শা উপজেলা কার্যালয় হতে ৯৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত পরিশোধ করে যাচ্ছেন। গত বছরের আম্রপলি বাগানের আম বিক্রির আয় থেকে মেয়ের বিয়ের খরচ ও বাড়ীতে একটি সেনিটারী ল্যাট্রিন তৈরী করেছেন। আব্দুল আজিজের আম্রপলির বাগান দেখে সমিতির সদস্য ছাড়াও গ্রামের অনেকেই আমের বাগান করা শুরু করেছেন।

সমিতির সদস্যদের কোন সমস্যা হলে তারা আব্দুল আজিজের কাছে পরামর্শ করার জন্য ছুটে আসেন। এলাকার সবার নিকট তিনি এক আর্দশে পরিণত হয়েছেন। আব্দুল আজিজ এখন পিডিবিএফ-এর ঋণ সহযোগিতা ও আম্রপলি বাগানের আয় থেকে ছেলের লেখা পড়া করানো এবং সুন্দর একটা বাড়ীর স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন, পিডিবিএফ আমার জীবনে সফলতা এনে দিয়েছে।

# আনোয়ারা বেগম এখন স্বাবলম্বী

নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার লোচনপুর ড্যাং পাড়া গ্রামের আনোয়ারা বেগম, জীবন সংগ্রামে জয়ী এক নারী। মাত্র পাঁচ বছর পূর্বে আনোয়ারা বেগমকে সবাই চিনতো অভাব অনটনে ভরা দরিদ্র পরিবারের মেয়ে, একজন দরিদ্র কৃষকের স্ত্রী ও একজন অসহায় নারী হিসাবে। সামাজিকভাবে তিনি ছিলেন অবহেলিত ও বঞ্চিত। একটি কাঁচা ঘরে অভাবকে নিত্য সঙ্গী করে দিনাতিপাত করতেন। ২০০৬ সালে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের লোচনপুর ড্যাং পাড়া মহিলা

সমিতির সদস্য হয়ে শুরু করেন এক নতুন জীবন । এ সমিতির তিন দিনের ওরিয়েন্টশনই তাকে বুঝিয়ে দেয় নারী শুধু অসহায় নয়, ইচ্ছা করলে সেও হতে পারে সাবলম্বী। সমিতির সব নিয়ম-কানুন মেনে পিডিবিএফ-এর কর্মীদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় পিডিবিএফ থেকে তিনি মাত্র ৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে শুরু করেন উন্নতির পথে যাত্রা। ঋণের ৫ হাজার টাকা দিয়ে তিনি প্রতিবেশীর আধা বিঘা জমি 'বন্ধক' নিয়ে বেগুন ও শাক-সবজী চাষ শুরু করেন। আনোয়ারা খুবই পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমতী মহিলা। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে শলা-পরামর্শ ও পরিশ্রম করে কাজ করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি তার বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রমের সুফল পেতে থাকেন। পিডি-বিএফ থেকে গ্রহণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার করে তিনি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করার সাথে সাথে বাড়াতে থাকেন নিজের পুঁজি, সম্পদ আর সামাজিক মর্যাদা। পিডিবিএফ থেকে ৭ দফায় এ যাবৎ তিনি মোট ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। ১টি কাঁচা ঘরের অভাবের সংসার থেকে তিনি এখন একটি টীন শেড বিল্ডিং ও ১টি টীনের ঘরের সুখ সাচ্ছন্দপূর্ণ সংসারে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে বসবাস করেছেন। তাঁর সবজী চাষের জমির পরিমাণ যেমন দিন দিন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে তার সামাজিক মর্যাদা। তার বাড়ীতে বিশুদ্ধ পানির জন্য আছে ১টি টিউবওয়েল, আছে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা। ৪ সন্তানের মধ্যে দু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে। দু'জনকে স্কুলে পড়াচ্ছেন। স্বপ্ন দেখেন তারা লেখা-পড়া করে জ্ঞানীগুণী হয়ে সমাজে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তার সাফল্যে সমিতির অন্যান্য সদস্যরাও সবজী চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অনেকেই বুদ্ধি-পরামর্শের জন্য তার নিকট ছুটে আসে। আনোয়ারা বেগম এখন আর সহায় সম্বলহীন অসহায় নারী নন। এলাকার সবাই তাকে চেনে একজন সফল নারী হিসেবে।

আনোয়ারা তার সুখ-সাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য পিডিবিএফ-এর প্রতি কৃতজ্ঞ।

# সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে আছমা বেগমের

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার একটি গ্রামের নাম দূয়াজানি। এই গ্রামের এক সময়ের দরিদ্র দিনমজুরের স্ত্রী আছমা বেগম বর্তমানে একজন সফল সবজি চাষী। বিয়ের পর থেকেই তার স্বামীর সামান্য আয় দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলতো। দেখতে দেখতে তাদের ঘরে জন্ম নেয় ৪ কন্যা সন্তান। এই দুর্দিনেও আছমা বেগম মনোবল হারান নি। একদিন প্রতিবেশীর কাছ থেকে জানতে পারেন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর সমিতির কথা। পরবর্তীতে তিনি দূয়াজানি পূর্বপাড়া সমিতিতে ভর্তি হয়ে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। পিডিবিএফ-এর উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার পরামর্শে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় খুবই অল্প জায়গায় বিভিন্ন শাক-সবজি আবাদ শুরু করেন। এর পেছনে তাকে যথেষ্ট শ্রম দিতে হয়। পরিশ্রম আর যত্ন দিয়ে নিষ্ঠার সাথে সবজি চাষ করে ক্ষেত ভরা সবজি ফলান। যা থেকে নিজেদের চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত ফসল বাজারে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন সময়ে পিডিবিএফ থেকে ৫৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গড়ে তুলেছেন ২.৫০ একর জায়গায় বিশাল সবজি বাগান। চাষ করেছেন টমেটো, কচু, বেগুন, লাউ, শশা, মূলা, লালশাক, পটল ইত্যাদি বাহারী সবজি। তার সবজি বাগানে আরো ৮/১০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তার সবজি বাগানে পিডিবিএফ-এর কর্মীরা প্রায়শঃ আসেন এবং তাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আছমা বেগম জানালেন, এ বছর সব খরচ বাদ দিয়ে তার মোট ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। এখন তার মেয়েরা লেখাপড়া করে সুন্দর ভবিষৎ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন।

পিডিবিএফ- এর সদস্য হয়ে উন্নতি করায় তার সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। আছমা বেগম তার সফলতার পেছনে পিডিবিএফ- এর ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

# ভেড়া পালন মহিলা বেগমকে দিয়েছে নতুন জীবনের দিশা

কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলায় অবস্থিত পৈলনপুর একটি অবহেলিত গ্রাম। ২০০৩ সালের কথা উক্ত গ্রামে মহিলা বেগমের অভাব-অনটনের সংসারে যখন নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা এমনেই এক সময় তিনি পিডিবিএফ বাজিতপুর উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন অফিসারের কার্যালয়াধীন পূর্ব পৈলনপুর মহিলা সমিতিতে ভর্তি হন। ভর্তির পর নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। পরবর্তীতে মাঠ সংগঠকের পরামর্শে পিডিবিএফ থেকে তিনি ভেড়া (মেষ) পালনের জন্য ৫ হাজার টাকা ঋণ নেন। উক্ত ৫ হাজার টাকা দিয়ে তিনি ২টি ভেড়া ক্রয় করেন এবং নিয়মিত ভেড়াকে লালন-পালন করতে থাকেন। পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে হাঁস ও মুরগী পালন শুরু করেন। হাঁস মুরগীর ডিম বিক্রির টাকা থেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। ৬ মাস পর ২টি ভেড়া ৬ টি বাচ্চা দেয়। উক্ত বাচ্চাগুলি ৩ মাস লালন পালন করে ৪টি বাচ্চা ২ হাজার টাকা বিক্রি করেন। উক্ত টাকা দিয়ে ঋণের বাকী কিস্তি পরিশোধ করে ২য় বার ১০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এ বারে উক্ত টাকা দিয়ে আরও ৪টি ভেড়া ক্রয় করেন। এভাবে মহিলা বেগমের ভেড়া বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বর্তমানে প্রতিমাসে ভেড়াগুলি ৫/৬ টি বাচ্চা দিচ্ছে। উক্ত বাচ্চাগুলো বিক্রি করে নিয়মিত ভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধের পরও বাড়তি টাকা সংসারে ব্যয় করে থাকেন। এভাবে আস্তে আস্তে তার পরিবারে স্বচ্ছলতা আসতে থাকে এবং স্বামী মহিলা বেগমের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তার ভেড়া পালনের কাজে সহযোগিতা করতে থাকেন। মহিলা বেগম পিডিবিএফ-এর সমিতি থেকে ৫ বারে ৬২ হাজার টাকা ঋণ নেন। সর্বশেষ তিনি ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিয়মিত কিস্তি দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে মহিলার ভেড়ার খামারে ২০টি ভেড়া আছে যার মূল্য ৪৮ হাজার টাকা। মহিলা বেগম পূর্বের কুড়ে ঘরটি ভেঙ্গে টিনের ঘর নির্মাণ করেছেন। তার ৩ ছেলে-মেয়ে বর্তমানে স্কুলে লেখাপড়া করছে। স্বামী ও পাড়া প্রতিবেশী এখন মহিলাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

ইতোমধ্যে তিনি কিছু জমিও বন্ধক রেখেছেন যা থেকে বছরে ৫ মাসের খোরাকির সংস্থান হচ্ছে। সমিতিতে বর্তমানে তার সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ১১ হাজার টাকা। পিডিবিএফ তার জীবন বদলে দিয়েছে। মহিলা বেগম বলেন, "এই সমিতি করে আমার উন্নতি হয়েছে। আমি এখন সুখে আছি।"

# নাসরিন এখন “প্যারাটেক নাসরিন” নামে পরিচিত

বরিশাল সদর উপজেলার সরদার পাড়া মহিলা সমিতির সদস্য নাসরিন বেগম। নাসরিন বেগমের বিয়ে হয় এক বেকার যুবকের সাথে। বিয়ের পর তার ২টি মেয়ে হওয়ায় বেকার স্বামীর সংসারে বাচ্চাদের নিয়ে অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটতে থাকে। এমনি এক সময় তিনি পিডিবিএফ অফিসের সরদার পাড়া বলাকা মহিলা সমিতিতে ভর্তি হন। সমিতি থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে মুরগী পালন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি হাঁসমুরগী পালনের উপর পিডিবিএফ থেকে প্যারাটেক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্যারাটেক প্রশিক্ষণ নেয়ার পর পিডিবিএফ থেকে ঋণ নিয়ে আরও ব্যাপক আকারে মুরগী পালন শুরু করেন পাশাপাশি সমিতির অন্যান্য সদস্যদের এবং গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের মুরগী পালন বিষয়ে পরামর্শ দেন। তার উৎসাহে এবং পরামর্শে তার এলাকার অনেকে মুরগী পালন শুরু করেছেন। মুরগী পালন বিষয়ে কারো কোন সমস্যা দেখা দিলে পরামর্শের জন্য ছুটে আসেন প্যারাটেক নাসরিনের কাছে। খামারের আয় থেকে প্যারাটেক নাসরিনের সংসারে স্বচ্ছলতা আসতে থাকে। তিনি পর্যায়ক্রমে ঋণ নিয়ে খামারের আকার ধীরে ধীরে বড় করতে থাকেন। পরবর্তীতে মুরগীর ডিম ও মুরগী বিক্রির জন্য তার স্বামীকে দোকান করে দেন। তার এক মেয়ে এস এস সি পাশ করেছে এবং অন্য মেয়েটি ৭ম শ্রেণীতে পড়ে। বর্তমানে তার মুরগীর খামারে ১ হাজার ব্রয়লার ও ৬০০টি লেয়ার মুরগী আছে।

বর্তমানে প্যারাটেক নাসরিন বেগম তার স্বামী ও মেয়েদের নিয়ে অতি সুখে দিন কাটাচ্ছেন। প্যারাটেক নাসরিন বলেন, পিডিবিএফ তাকে আলোর মুখ দেখিয়েছে আর সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এলাকায় তার পরিচিতি এনে দিয়েছে। পিডিবিএফ-এর সদস্য হবার সুযোগ পেয়ে তিনি মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করেন।

## কহিনুর বেগমের সফলতার কাহিনী

কুহিনুর গৃহিনী, তাঁর স্বামী টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় ছোট পরিসরে ফুলের দোকান করেন। কহিনুর বেগমের জানা ছিল বাঁশের হস্তশিল্পের কাজ। পুঁজির অভাবে সেটিও তার পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছিল না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর হতাশা বাসা বেঁধে ছিল।

এমতাবস্থায়, দেখা মেলে পিডিবিএফ-এর দেলদুয়ার উপজেলার দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের মাঠ কর্মীর সাথে কহিনুর তাঁর দুঃখ কষ্টে আর অভাব অনটনের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং আশার আলো দেখতে পান। মাঠকর্মীর সঙ্গে বনী পূর্ব পাড়া মহিলা সমিতিতে ভর্তি হয়ে ১ম দফায় কহিনুর ৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে শুরু করেন তাঁর বাঁশের হস্তশিল্পের কাজ। কহিনুর বিয়ের ফুলের ঝুড়ি, চালুন ইত্যাদি সবকিছুই যেন মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করেন। তাঁর হস্তশিল্প টাঙ্গাইল ও ঢাকাতে প্রতি সপ্তাহে যাচ্ছে। মুনাফাও হচ্ছে অনেক। কহিনুর সফল মহিলার এক উদাহরণ। তিনি সামাজিক উন্নয়ন ও স্যানিটেশন সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়েছেন। সর্বশেষ দফায় ঋণ নিয়েছেন ১৫ হাজার টাকা। নিঃসন্তান কহিনুর তার শিল্প কর্মের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করে রেখেছেন। যার ফলে তার উৎপাদিত দ্রব্য ক্রেতাদের মুগ্ধ করে। তার ব্যবসা দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। তিনি বলেন, আমার স্বপ্নের সার্থকতার জন্য আমি পিডিবিএফ- এর নিকট কৃতজ্ঞ।

## মোস্তফার আত্মকর্মসংস্থানের কাহিনী

২০০৯ সালের কথা। কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার নান্দিনা গ্রামের মোস্তফা বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। লেখাপড়া বঞ্চিত মোস্তফার জীবন ক্রমেই দুর্বিসহ হয়ে পড়ছিল। এমনি সময়ে পিডিবিএফ- এর মাঠ কর্মীর পরামর্শে নান্দিনা পুরুষ সমিতিতে ভর্তি হন। রাজ হাঁস পালন বিষয়ে মোস্তফার পূর্বাভিজ্ঞতা থাকায় তিনি দীর্ঘ দিন ধরে রাজ হাঁস পালনের স্বপ্ন দেখে আসছিলেন। বিষয়টি নিয়ে সংশিষ্ট মাঠ কর্মীর সাথে আলোচনা করায় মাঠ কর্মী তাকে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় তিনি হাঁস পালনের উপর বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করেন। এরপর পিডিবিএফ মাঠ কর্মীর পরামর্শে সমিতি থেকে তিনি প্রথমে ৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে  ২৫টি রাজ হাঁস ক্রয় করে তার ক্ষুদ্র হাঁসের ফার্ম শুরু করেন। এক বছরে উক্ত হাঁসগুলি ১২০ টি বাচ্চা দেয়। ৩ মাস পালনের পর প্রতিটি বাচ্চা ২৫০/- টাকা করে প্রায় ৩০ হাজার টাকা আয় হয়। পরবর্তীতে আরও ২৫টি রাজহাঁস ক্রয় করেন। দ্বিতীয় বারে সমিতি থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বড় হাঁসগুলি ৭০০/৮০০ টাকায় বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে। এভাবে মোস্তফা হাঁসের ফার্ম থেকে মাসে গড়ে ২ হাজার টাকা আয় করছেন। পিডিবিএফ এর সহায়তা পেয়ে হাঁসের ফার্মের মাধ্যমে বেকার মোস্তফা এখন কর্মচঞ্চল স্বাবলম্বী মোস্তফায় পরিণত হয়েছেন।

# পিডিবিএফ এর শ্রেষ্ঠ ৬ জন সুফলভোগী

**জোবেদা বেগম**
সদস্য কোড : ০১
রাড়ীপাড়া মহিলা সমিতি
ফুলতলা, খুলনা

**জয়নব বিবি**
সদস্য কোড : ১১
সাহাপুর মহিলা সমিতি
জামালপুর সদর

**খোদেজা বেগম**
সদস্য কোড : ০১
পূর্ব মুন্সিপাড়া মহিলা সমিতি
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা

**রোকেয়া বেগম**
সদস্য কোড : ০১
সেনবাড়ী মহিলা সমিতি
ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

**নুরুন্নাহার বেগম**
সদস্য কোড : ০১
পশ্চিম জম্বদ্বীপ মহিলা সমিতি
বানারীপাড়া, বরিশাল

**মোছাঃ বিউটি পারভীন**
সদস্য কোড : ০২৫
খেজুরতলা মহিলা সমিতি
শেরপুর, বগুড়া

# পিডিবিএফ এর সুফলভোগীদের দরিদ্র ও মেধাবী শ্রেষ্ঠ ৬ জন সন্তান

**আইরীন আল নাসের**
ময়মনসিংহ সরকারী মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত
মাতা : তাসলিমা নাসের
পিতা : নাসিরুল আমিন
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ

**ইকবাল হোসেন**
খুলনা সরকারী মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত
মাতা : রহিমা বেগম
পিতা : মোঃ উতার উদ্দিন
লোহাগড়া, মাগুরা

**অমিত বর্মন**
এসএসসি ঃ জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
মাতা : অনিবালা
পিতা : সন্তোস বর্মন
বোদা, ঠাকুরগাঁও

**তাসলিমা**
এসএসসি ঃ জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
মাতা : মমিনা খাতুন
পিতা : মরহুম শামসুদ্দিন
শিবপুর, নরসিংদী

**মোছাঃ রুবাইয়া নাজনীন**
জেএসসি ঃ জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
মাতা : কদবানু বেগম
পিতা : মরহুম ইউনুস আলী
বাগআঁচরা, সাতক্ষীরা

**মনি শংকর বিশ্বাস**
গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে অধ্যয়নরত
মাতা : গীতা রাণী বিশ্বাস
পিতা : নিরঞ্জন বিশ্বাস
দাকোপ, খুলনা

# পিডিবিএফ এর শ্রেষ্ঠ ৬ জন কর্মী

**মোঃ শরিফ হোসেন**
মাঠ কর্মকর্তা এসইএল
পরিচিতি নং : ০০২১১
শেরপুর, বগুড়া

**গকুল চন্দ্র দাস**
মাঠ সংগঠক
পরিচিতি নং : ০৩০৭৮
বাগআঁচরা, সাতক্ষীরা

**রহমানিয়া পারভীন**
মাঠ কর্মকর্তা
পরিচিতি নং : ০০৮৬৩
দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

**ছবি রাণী রায়**
মাঠ কর্মকর্তা
পরিচিতি নং : ০০৮৩৯
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

**পুলক চন্দ্র দাস**
মাঠ কর্মকর্তা
পরিচিতি নং : ০২৬১৮
বাগেরহাট সদর, পিরোজপুর

**সাধনা রাণী দাস**
মাঠ কর্মকর্তা
পরিচিতি নং : ০১৭২১
বানারীপাড়া, বরিশাল

# পিডিবিএফ সুফলভোগীদের কর্মকান্ড

# পিডিবিএফ সুফলভোগীদের কর্মকান্ড

# পিডিবিএফ সুফলভোগীদের কর্মকান্ড

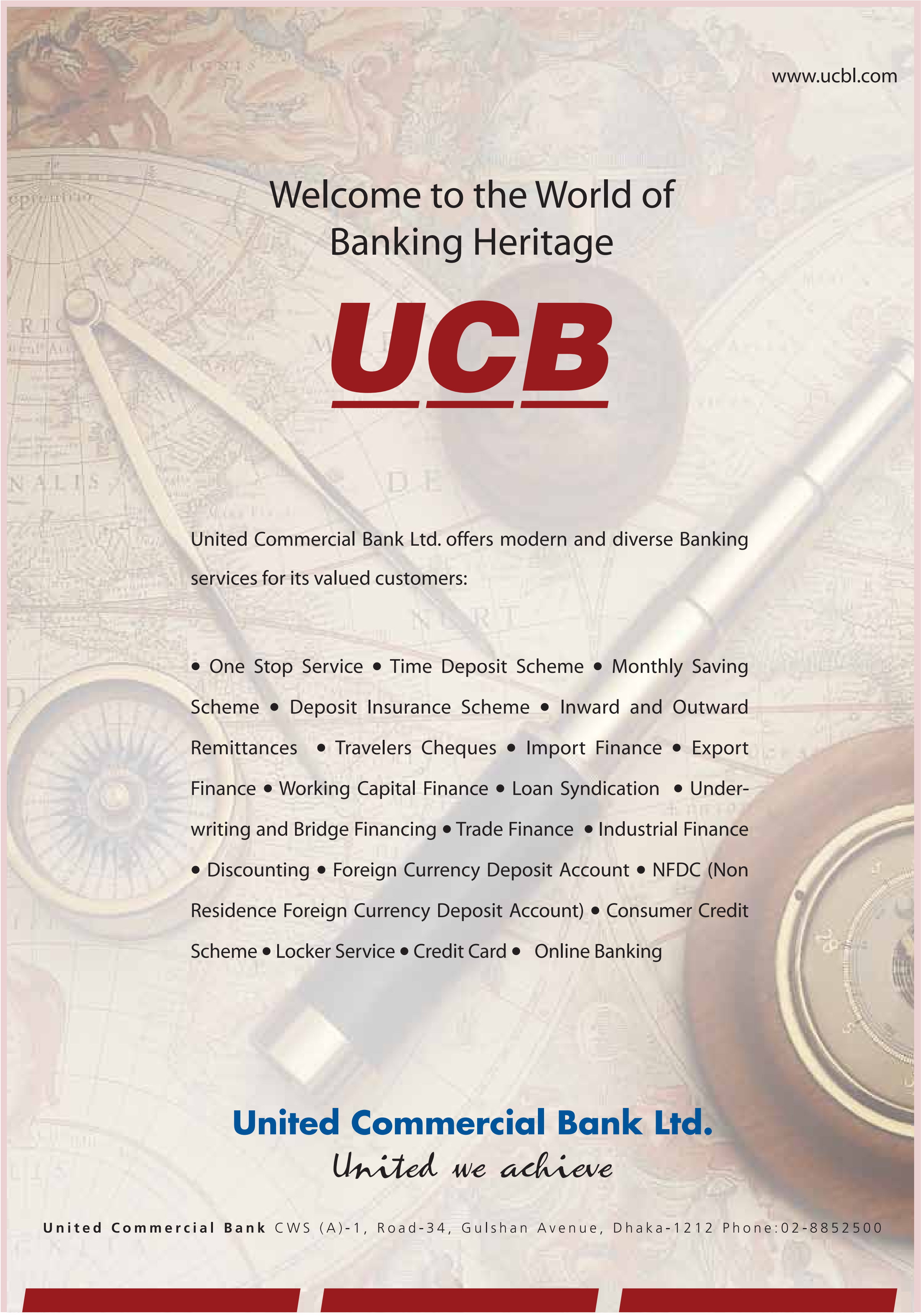
www.ucbl.com
Welcome to the World of
Banking Heritage
UCB
United Commercial Bank Ltd. offers modern and diverse Banking services for its valued customers:
• One Stop Service • Time Deposit Scheme • Monthly Saving Scheme • Deposit Insurance Scheme • Inward and Outward Remittances • Travelers Cheques • Import Finance • Export Finance • Working Capital Finance • Loan Syndication • Under-writing and Bridge Financing • Trade Finance • Industrial Finance • Discounting • Foreign Currency Deposit Account • NFDC (Non Residence Foreign Currency Deposit Account) • Consumer Credit Scheme • Locker Service • Credit Card • Online Banking
United Commercial Bank Ltd.
United we achieve
United Commercial Bank CWS (A)-1, Road-34, Gulshan Avenue, Dhaka-1212 Phone:02-8852500

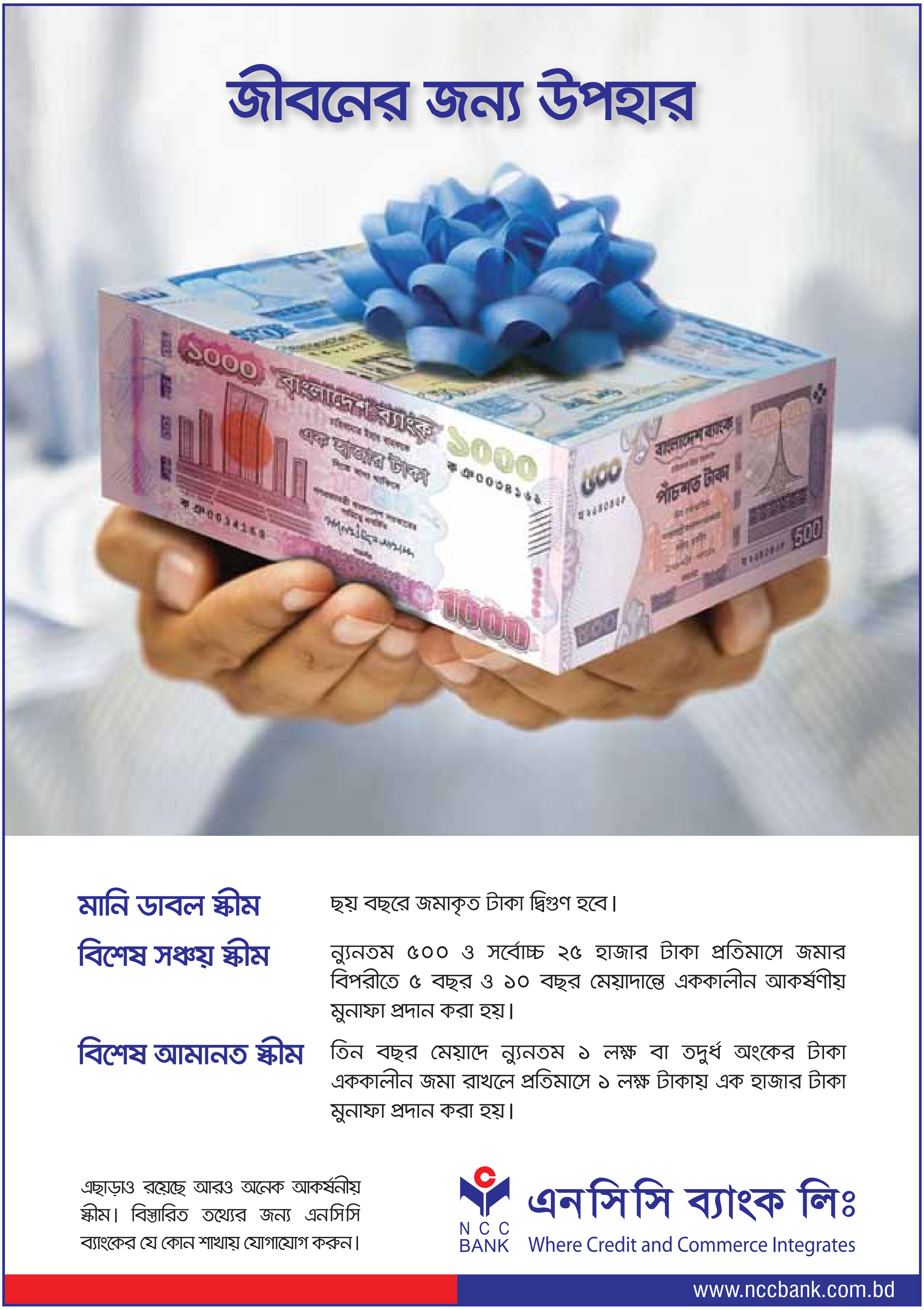
জীবনের জন্য উপহার
মানি ডাবল স্কীম
ছয় বছরে জমাকৃত টাকা দ্বিগুণ হবে।
বিশেষ সঞ্চয় স্কীম
ন্যূনতম ৫০০ ও সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা প্রতিমাসে জমার বিপরীতে ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদান্তে এককালীন আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান করা হয়।
বিশেষ আমানত স্কীম
তিন বছর মেয়াদে ন্যূনতম ১ লক্ষ বা তদুর্ধ অংকের টাকা এককালীন জমা রাখলে প্রতিমাসে ১ লক্ষ টাকায় এক হাজার টাকা মুনাফা প্রদান করা হয়।
এছাড়াও রয়েছে আরও অনেক আকর্ষনীয় স্কীম। বিস্তারিত তথ্যের জন্য এনসিসি ব্যাংকের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন।
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

# নির্ভাবনায়

## ডায়াল করুন

# ১৬২১৬

## (ষোল-দুই-ষোল)

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের কোন শাখায় না গিয়ে এখন শুধুমাত্র কল সেন্টারে একটি কলের মাধ্যমে আপনি পেতে পারেন সকল প্রকার ব্যাংকিং সুবিধা। প্রচলিত ধারণার ব্যাংকিং: যা ব্যাংকের শাখায় গিয়ে করতে হয়, তা এখন কল সেন্টারে একটি কলের মাধ্যমেই সম্ভব।

কল সেন্টারে একটি কলের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া কার্ড বা চেকবইয়ের রিপোর্ট করা, নতুন কার্ড ও চেক বই গ্রহন করা, চেকের পেমেন্ট বন্ধ করা, ব্যাংক বা কার্ড একাউন্ট এর স্ট্যাটাস জানা, কার্ড রিপ্লেসমেন্ট ও কার্ডের পিন নাম্বার ভুলে গেলে তার পরিবর্তে নতুন পিন পাওয়া, ইন্টারনেট ও এস এম এস ব্যাংকিং এর আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়াসহ আপনি পেতে পারেন সকল ধরনের ব্যাংকিং সহযোগিতা।

**ডাচ্-বাংলা ব্যাংক**
আপনার বিশ্বস্ত সহযোগী

সোনালী ব্যাংকের এসএমই ঋণ
ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনে, ব্যবসা বিনিয়োগে উদ্যোগ নিন-স্বাবলম্বী হোন।
ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে
পকল্প ঋণ
চলতি মূলধন ঋণ
নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা ঃ
কম সুদে ঋণ
সহজ শর্তে দ্রুত ঋণ
বিনা জামানতে নির্দিষ্ট পরিমান ঋণ
দারিদ্র বিমোচনে
শ্রমঘন শিল্পায়নে
অধিক কর্মসংস্থানে
বহুমাত্রিক অংশগ্রহনে
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড দিচ্ছে-
বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ শাখায় আজই যোগাযোগ করুন
আপনার অভিযোগ ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
প্রধান কার্যালয় ঃ এসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারী এন্টারপ্রাইজ) ডিভিশন
ফোন নং ঃ পিএবিএক্স ৯৫৫০৪২৬-৩১ এক্স-১৩১, সরাসরি-৯৫৬২৯৯২
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
website: www.sonalibank.com.bd
Oleander/Sonali Bank/11

# লন্ডনের পরে আমরা এখন নিউইয়র্ক-এর জ্যাকসন হাইটস্-এ

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক এখন তার নিজস্ব **এক্সচেঞ্জ হাউজের** মাধ্যমে আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশে দ্রুততম সময়ে **রেমিটেন্স** পাঠাতে পারবে

**রিয়েল টাইম অনলাইন ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের সকল শাখায় ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী ব্যাংকিং কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে। আপনিও শরিক হতে পারেন**

## স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের নতুন বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্পসমূহঃ

- **স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক রেগুলার ডিপোজিট প্রোগ্রাম (এসআরডিপি)**
  মাসিক সঞ্চয়ের ভিত্তিতে মেয়াদ পূর্তিতে আকর্ষণীয় মুনাফা

| বৎসর / মাসিক কিস্তি | ৩০০ | ৫০০ | ১,০০০ | ২,০০০ | ২,৫০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩ বৎসর | ১৩,০০০ | ২১,৭০০ | ৪৩,৪০০ | ৮৬,৮০০ | ১,০৮,৬০০ | ২,১৭,২০০ | ৪,৩৪,৪০০ |
| ৫ বৎসর | ২৪,৭০০ | ৪১,৪০০ | ৮২,৮০০ | ১,৬৫,৬০০ | ২,০৭,০০০ | ৪,১৪,০০০ | ৮,২৮,০০০ |
| ৭ বৎসর | ৩৯,৯০০ | ৬৫,৬০০ | ১,৩১,২০০ | ২,৬২,৪০০ | ৩,২৮,০০০ | ৬,৫৬,০০০ | ১৩,১২,০০০ |
| ১০ বৎসর | ৬৯,১০০ | ১,১৫,১০০ | ২,৩০,২০০ | ৪,৬০,৪০০ | ৫,৭৫,৫০০ | ১১,৫১,০০০ | ২৩,০২,০০০ |

- **স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক রেগুলার ইনকাম প্রোগ্রাম (এসআরআইপি)**
  **৩ বৎসর মেয়াদী হিসাবে** প্রতি ১ লক্ষ টাকা জমার বিপরীতে মাসিক ১,০০০ টাকা মুনাফা

| আমানতের পরিমান | ৫০,০০০ | ১,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ টাকা |
|---|---|---|---|---|---|
| মাসিক মুনাফা প্রদেয় | ৫০০ | ১,০০০ | ২,০০০ | ৩,০০০ | ৪,০০০ টাকা |

- **স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ডাবল ইনকাম প্লাস প্রোগ্রাম (ডিআই+)**
  ছয় বছরে জমাকৃত অর্থ দ্বিগুণেরও বেশি
- **৫ লক্ষ টাকার সঞ্চয় প্রকল্প**
  মাসিক ৫,০০০ টাকা সঞ্চয়ের ভিত্তিতে ৬ বছর পর ৫,২০,০০০ টাকা
- **১০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় প্রকল্প**
  মাসিক ৪,৫০০ টাকা সঞ্চয়ের ভিত্তিতে ১০ বছর পর ১০,০০,০০০ টাকা
- **স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লাখপতি প্লাস প্রোগ্রাম (এসএলপি+)**
  ২, ৩, ৫, ৭ অথবা ১০ বছরে ১,০০,০০০ টাকারও বেশি

| মাসিক কিস্তি | বৎসর | মেয়াদ শেষে মোট প্রদেয় টাকা |
|---|---|---|
| ৩,৮০০ | ২ বৎসর | ১,০৩,৪৬০ |
| ২,৬০০ | ৩ বৎসর | ১,১২,৯৫০ |
| ১,৪০০ | ৫ বৎসর | ১,১৫,০৯০ |
| ১,০০০ | ৭ বৎসর | ১,৩৩,৮০০ |
| ৬০০ | ১০ বৎসর | ১,৩৮,২১০ |

- **স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক মিলিওনেয়ার প্লাস প্রোগ্রাম (এসএমপি+)**
  ৩, ৫, ৭, ১০ অথবা ১৩ বছরে ১০,০০,০০০ টাকারও বেশি

| মাসিক কিস্তি | বৎসর | মেয়াদ শেষে মোট প্রদেয় টাকা |
|---|---|---|
| ২৪,০০০ | ৩ বৎসর | ১০,৩০,০০০ |
| ১৩,৫০০ | ৫ বৎসর | ১০,৬৭,০০০ |
| ৯,০০০ | ৭ বৎসর | ১০,৯০,০০০ |
| ৫,৫০০ | ১০ বৎসর | ১০,৭৫,০০০ |
| ৩,৮০০ | ১৩ বৎসর | ১০,৭৭,০০০ |

## রেমিটেন্স সুবিধা ঃ

নিম্নলিখিত এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে বিদেশ থেকে তাৎক্ষণিক অর্থ পাওয়া যায়-

* **STANDARD EXCHANGE COMPANY (U.K) LTD**
  101 Whitechapel, London, E1 1DT, UK
* **STANDARD CO (USA) INC**
  37-22 73RD Street, Jackson Heights
  NY 11372, U.S.A
* **WALL STREET FINANCE LLC, NY**
  7232 Broadway, Jackson Heights
  New York 11372, U.S.A
* **MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, INC**
  1550 Utica Avenue South
  Minneapolis, MN 55416, U.S.A
* **UNIVERSAL EXCHANGE CENTRE**
  P.O. Box : 82471, Baniyas Road (Naser Square)
  Opp. A1 Khaleej Hotel, Deira Dubai-U.A.E
* **WALL STREET EXCHANGE CENTRE LLC**
  Suite 1103, Twin Towers, Baniyas Road
  P.O. Box : 3014, Dubai, U.A.E

## আরো আছে

- ✓ রিয়েল টাইম অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা
- ✓ মার্চেন্ট ব্যাংকিং
- ✓ ডেবিট কার্ড এবং ক্রেডিট কার্ড সুবিধা
- ✓ ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা
- ✓ লকার সুবিধা

**বিস্তারিত জানার জন্য নিকটস্থ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন**

**স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড**
ব্যাংকিং সেবায় আনলো নতুন মান

প্রধান কার্যালয়ঃ চেম্বার বিল্ডিং (৪র্থ তলা), ১২২-১২৪ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্সঃ ৮৮০-২-৭১৭৫৬৯৮, ৭১৬৯১৩৪, ৯৫৫৮৩৭৫, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৭১৭৬৩৬৭, ৭১৬৯০৭৮
ই-মেইলঃ sblho@bangla.net, সুইফটঃ SDBLBDDH, ওয়েবঃ www.standardbankbd.com

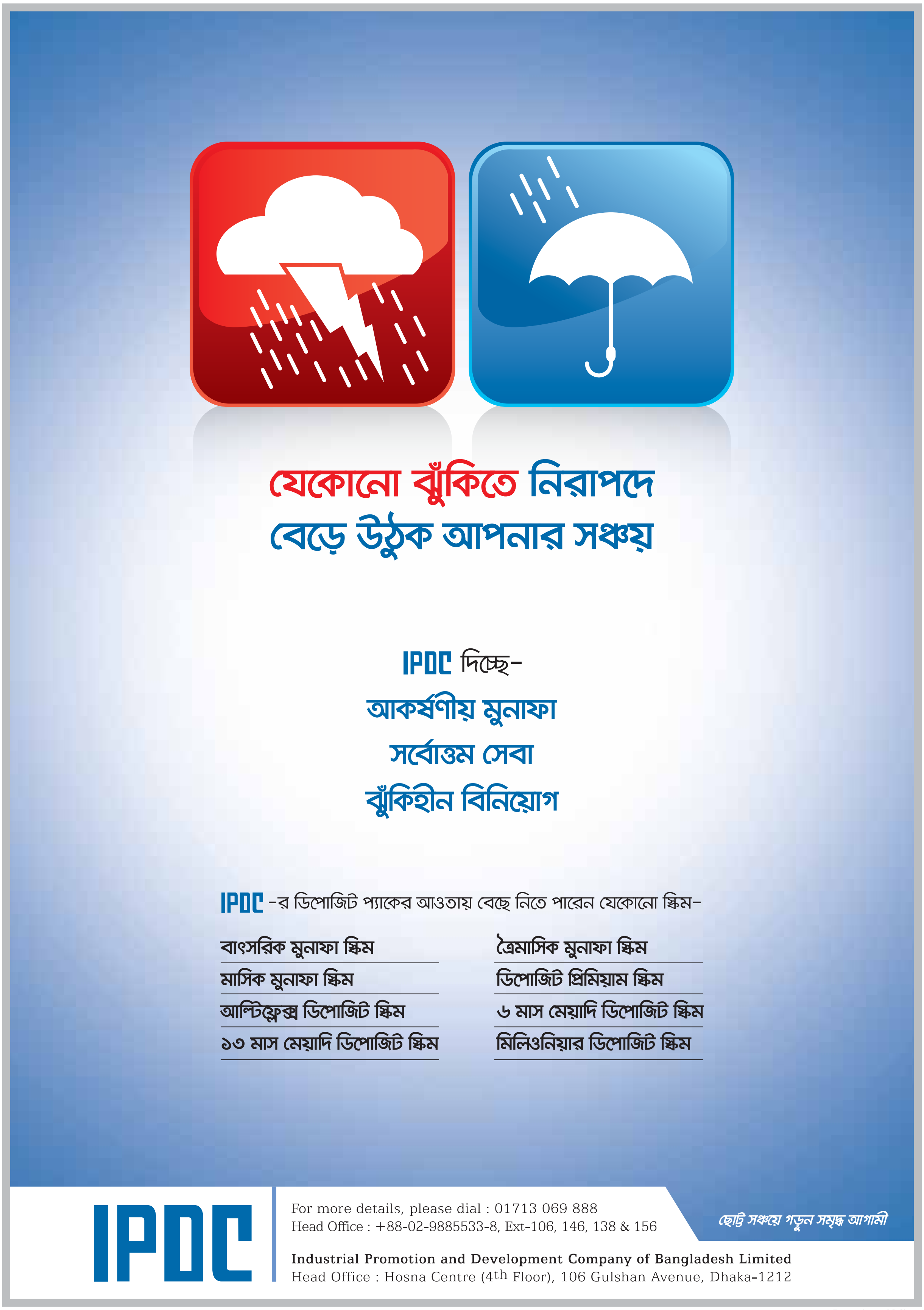


Expressions_IPDC'11

BAY LEASING & INVESTMENT LIMITED
SECURE YOUR FUTURE

*Bay Leasing and Investment Limited a pioneer and leading financial institution have secured the future of a vast number of entrepreneurs in the past 15 years in Bangladesh.*

## Our Product Range

### Corporate Products

- Lease Finance
- Term Finance
- Revolving Loans
- Bridge Finance
- Project Finance
- Working Capital
- SME Finance
- Woman Entrepreneur Loans
- Real Estate Finance
- Equity Investments
- Syndications

### Retail Products

- Consumer Loans
- House Building Loans
- Profit Take Home Plan
- BLI Super DPS Plan
- BLI Double Money Plan
- BLI Triple Money Plan
- BLI Millionaire Plan
- BLI Win-Win Plan

Printers Building (7th Floor), 5 Rajuk Avenue, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh.
Tel # 9565026, 9568599, Fax # 880-2-9565027, E-mail: Info@blilbd.com, www.blilbd.com

IIDFC capital Limited
(Merchant Banking)

Promoted by 10 Banks, ICB
and 3 Insurance Companies

IIDFC Securities Limited
(Brokerage House)

***Your Financial Needs & Solutions under One Umbrella***

- Loan & Lease Financing for Corporate Clients, SMEs & Middle Class Housing.
- Raising of Funds at Competitive Rate through Tax Free Zero Coupon Bonds, Preference Shares, and other attractive Financial Instruments
- A Trusted Syndication Lender, Average Annual Fund Mobilization for Power, Infrastructure & Industrial Projects exceeds BDT 1000 Crore
- Access to World Bank's IPFF Funds for Power & Other Infrastructure Projects
- Close Association with National Small Industries Corporation, GOI, for SME Project Development & Implementation
- Nodal Agency of UNFCCC for Sale of Carbon Emission Reduction Credit generated by Brick Manufacturing Industry using Clean Technology
- Margin Loan Facilities for Investors in Securities
- Issue of IPO, Portfolio Management & Investment Advisory Services
- Attractive Return on Deposits

IIDFC
Industrial and Infrastructure Development Finance Company Limited

HEAD OFFICE
Chamber Building (6th & 7th Floor)
122-124 Motijheel C/A, Dhaka-1000
Phone : +880-2-9559311
Fax : +880-2-9568987
Email : info@iidfc.com

CHITTAGONG BRANCH
C & F Tower (4th Floor)
1222 Sheikh Mujib Road,
Agrabad C/A, Chittagong
Phone : +880-31-2516693
Fax : +880-31-2516694

STRUCTURED FINANCE DEPARTMENT
BHUIYAN CENTER (4th Floor)
68 Dilkusha C/A Dhaka-1000
Email : structured.finance.iidfc@gmail.com
arif@iidfc.com, mahmood@iidfc.com
tanvir@iidfc.com, sabbir@iidfc.com

RETAIL & SALES CENTER
SURMA TOWER (Level-12)
59/2 Purana Paltan Dhaka-1000
Phone: +880-2-7117803, 7110403
+880-2-7119478, 7119526

IIDFC SECURITIES LIMITED (ISL) (Brokerage House)
IIDFC CAPITAL LIMITED (ICL) (Merchant Banking)
Eunoos Trade Center (Level-7)
52-53 Dilkusha, Dhaka-1000
Phone : +880-2-956 0526 (ISL), 9514637-38(ICL)
Fax : +880-2-957 0756 (ISL), 9514641 (ICL)
Email (ISL) : brokerage@iidfc.com
Email (ICL) : icl@iidfc.com

ISL - GULSHAN BRANCH
Uday Tower Commercial Complex
(Level-8) Plot 57 & 57A
South Avenue, Gulshan-1
Dhaka-1212
Phone : +880-2-8824090
Fax : +880-2-8824073

www.iidfc.com

বিশালতায় পা রাখুন
TERM DEPOSIT SCHEMES
Cumulative Term Deposit
Periodic Return Term Deposit
Double Money Term Deposit
Money Builders Term Deposit
Hot Line: 01819 245296
Safura Tower, Level-11
20 Kemal Ataturk Avenue, Banani
Dhaka-1213, Phone: 988 3701-10
www.lankabangla.com
LankaBangla®
FINANCE

মুদারাবা মাসিক আয়
আপনার এককালীন সঞ্চয় প্রতিমাসে আপনাকে এনে দিবে প্রত্যাশিত মুনাফা, যা আগামীতে আপনার দৈনন্দিন জীবনযাপনে একটি নিশ্চিত সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করবে
ছোট ছোট সঞ্চয় আপনাকে এনে দিবে আগামী দিনের নিরাপত্তা ও অফুরন্ত আর্থিক নিশ্চয়তা
মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়
মুদারাবা মাল্টিপ্লাস সেভিংস্
আমানত প্রত্যাশিত মুনাফাসহ
১০ বছরে প্রায় তিন গুনের অধিক
আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাসিক সঞ্চয় ৫, ৮,১০,১৫ এবং ২০ বছর পর কাঙ্খিত হজ্জ্ব সম্পাদনের পথ সুগম করে দেবে
মুদারাবা হজ্জ্ব
মুদারাবা সুপার সেভিংস্
আমানত প্রত্যাশিত মুনাফাসহ
৬ বছরে প্রায় দ্বিগুনের অধিক
EXIM BANK
ব্যাংকের আকর্ষণীয় ৫ টি স্কীম
বিস্তারিত তথ্যের জন্য এক্সিম ব্যাংকের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন।
EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
Head Office: 'Symphony', Plot # SE(F)-9, Road # 142, Gulshan Avenue, Dhaka-1212, Bangladesh, website: www.eximbankbd.com, SWIFT : EXBKBDDH

J.CO.
HEAVY DUTY
UPPER LEVEL
LOWER LEVEL
J.CO.
Heavy Duty
Low maintenance
N70Z
J.CO Battery Engineering Works
J.CO BUILD THE POWER

# সাধ্যের মধ্যে সঞ্চয়, প্রাপ্তি অংক স্বপ্নময়।

## মাসে ৫০০ টাকা জমা ১০ বছরে লক্ষ টাকার মালিক।

| মাসিক কিস্তির পরিমাণ | বছর | মেয়াদান্তে মোট প্রাপ্য টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|
| ৫০০ | ১০ বছর | ১,০০,০০০ |
| ১০০০ | ১০ বছর | ২,০০,০০০ |
| ২০০০ | ১০ বছর | ৪,০০,০০০ |
| ৫০০০ | ১০ বছর | ১০,০০,০০০ |
| ১০,০০০ | ১০ বছর | ২০,০০,০০০ |
| ২০,০০০ | ১০ বছর | ৪০,০০,০০০ |

**“ইচ্ছা সত্ত্বেও বড় অংকের কিস্তির দরুন যারা ভবিষ্যতের লাভজনক সঞ্চয়ে অংশ নিতে পারেন না তাদের জন্য জনতা ব্যাংকের বিশেষ সঞ্চয় স্কীম”**

প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়াদান্তে আকর্ষণীয় বোনাসের ব্যবস্থা আছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য জনতা ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন।

**জনতা ব্যাংক লিমিটেড**

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

website : www.janatabank-bd.com

Gomoti Ad/11

ebl.com.bd info@ebl.com.bd myebl myebl

AWARDED Superbrands BANGLADESH

creating lasting value
for our stakeholders

At EBL, our mission gives our business a clear purpose and direction. We compete to be the leading provider of financial solutions and ensure best return on investment for our valued stakeholders.

After all, what good is business if we can't sustain and ensure profitability for all our stakeholders.

At EBL we call it sustainable banking.

WINNER OF THE
BEST FINANCIAL INSTITUTION 2010
DHL-DAILY STAR BANGLADESH BUSINESS AWARD

Eastern Bank Ltd.

Eastern Bank Ltd.
Simple Math™

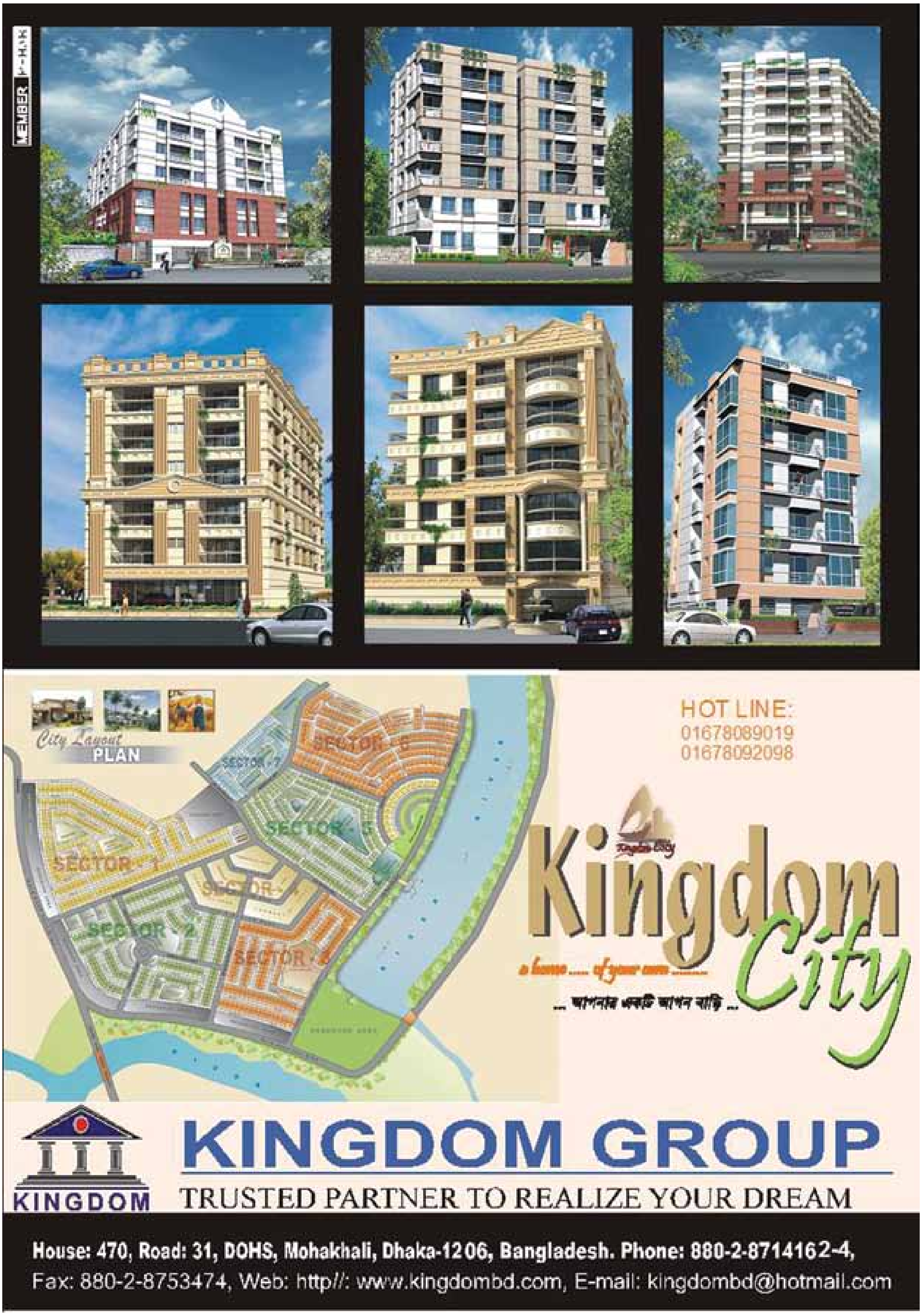
City Layout PLAN
HOT LINE:
01678089019
01678092098
Kingdom City
a home ..... of your own ......
... আপনার একটি আপন বাড়ি ...
KINGDOM
KINGDOM GROUP
TRUSTED PARTNER TO REALIZE YOUR DREAM
House: 470, Road: 31, DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206, Bangladesh. Phone: 880-2-8714162-4,
Fax: 880-2-8753474, Web: http//: www.kingdombd.com, E-mail: kingdombd@hotmail.com

সাফল্যের ১ যুগে পদার্পনে
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন-কে
আমাদের শুভেচ্ছা

পিডিবিএফ-এর সৌর শক্তি প্রকল্পের
অগ্রযাত্রায় অংশীদার হতে পেরে আমরা গর্বিত।

**AHMED TRADE International**

Nawabpur Tower, Room#322, (2nd floor)
198-202, Nawabpur Road, Dhaka-1100, Bangladesh
Phone : 88-02-7170683, 7119695, Cell: 0192-5791810
Web: www.etherenergybd.com, email: info@etherenergybd.com

EeL Ether Energy Ltd.  UNIQUE BATTERY  AIMPEX Internationa

# পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন -এর এগিয়ে চলার পথে সাথি হতে পেরে আমরা গর্বিত

## সুনিশ্চিত সমৃদ্ধি

**ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এবং ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড**–১৯৯৬ সালে যার যাত্রা শুরু। নমনীয় গ্রাহকসেবা এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছে ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি ও মানুষের আস্থা। আর সেইসাথে দিয়েছে স্বল্প সময়ের ভিতর দেশের প্রথম সারির আর্থিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার মর্যাদা।

**৬টি ট্র্যাডিশনাল প্রডাক্ট যেমন**

প্রজেক্ট ফিন্যান্স, লিজ ফিন্যান্স, টার্ম ফিন্যান্স, ওয়ার্ক-অর্ডার ফিন্যান্স, সিন্ডিকেশন ফিন্যান্স এবং ফ্যাক্টরিং ছাড়াও রয়েছে- রিয়েল এস্টেট ফিন্যান্স, ডিপোজিট স্কিম, প্রাইমারী ডিলারশীপ এবং স্টক ব্রোকারেজ সার্ভিস।

**ইন্টারন্যাশনাল লিজিং** ক্রেতা ও বিক্রেতাদের পক্ষে সরকারী সিকিউরিটিজ-এর ডিলার হিসাবে কাজ করে এবং নিশ্চিত করে করসুবিধা ও পূর্ণনিরাপত্তা।

**ইন্টারন্যাশনাল লিজিং**-এর মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদী সরকারী সিকিউরিটিজ যেমন বিল বা বন্ড মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই যেকোনো সময় বিক্রয়যোগ্য। মেয়াদের পূর্বে বিক্রয় করলেও মুনাফা কম-বেশি হয়না।

ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে সঠিক প্রতিষ্ঠান বাছাই করুন, সঠিক স্থানে বিনিয়োগ করুন এবং সেইসাথে সঞ্চয়ের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করুন।

INTERNATIONAL
LEASING

*A Financial Institution that Cares*

**ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড,** প্রিন্টার্স বিল্ডিং, ১৫ তলা, ৫ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৮-০২-৯৫৫৯৬৩৯, ই-মেইল : info@ilfsl.com, ওয়েব : www.ilfsl.com

Expressions/106598/10